CAPSTONE

Bangla Lecture#04

পেট্রোবাংলা স্পেশাল কোর্স

Overview

- সমাস
- বিরাম চিহ্ন
- আধুনিক যুগের ক্রমবিকাশ
- আধুনিক যুগের সাহিত্যিক (স্বাধীনতা পূর্ববর্তী)
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- সাহিত্যিকদের প্রকৃত নাম ও ছদ্মনাম

Name: **Batch:**

Panthapath : 01972-277866
Mirpur : 01970-985421
Mouchak : 01999-017011
Chittangong : 01970-985420

লেকচার শীট-৩ এর উপর মেমোরি টেস্ট-৩

সময়: ১০ মিনিট | প্রাপ্ত নম্বর: | পূর্ণমান: ২০

১. "থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে।" এখানে 'থেকে থেকে' কোন অর্থ প্রকাশ করেছে?
ক. কালের বিস্তার | খ. ভাবের প্রগাঢ়তা | গ. শালীনতা | ঘ. সাধারণ বর্ণনা

২. বহুবচন বা আধিক্য বোঝাতে কোন বাক্যে দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ হয়েছে?
ক. 'এদিকে রোগীর তো জান যায় যায় অবস্থা' | খ. 'সে সে লোক গেল কোথায়'
গ. 'দেখে দেখে যেও' | ঘ. 'ডেকে ডেকে হয়রান হলাম'

৩. বিশেষণ বোঝাতে কোন বাক্যে দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ হয়েছে?
ক. 'ঝির ঝির' করে বাতাস বইছে | খ. পিলসুজে বাতি জ্বলে 'মিটির মিটির'
গ. ফোঁড়াটা 'টন টন' করছে | ঘ. 'ছি ছি' তুমি কি করেছ

৪. কোন কবি 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের প্রণেতা? [সমাজসেবা অফিসার (সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়)-১০]
ক. বংশীদাস চক্রবর্তী | খ. রূপরাম চক্রবর্তী | গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী | ঘ. বলরাম চক্রবর্তী

৫. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কত সালে আবিষ্কৃত হয়?
ক. ১৯০৯ সালে | খ. ১৯০৭ সালে | গ. ১৯১৬ সালে | ঘ. ১৯২২ সালে

৬. বিদেশী উপসর্গ কোনটি? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকালী প্রোগ্রামার-১৭]
ক. অনা | খ. আব | গ. গর | ঘ. অজ

৭. 'নিখাদ' শব্দে 'নি' উপসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইফার কর্মকর্তা-১৭]
ক. বিশেষ | খ. নিশ্চয় | গ. আতিশয্য | ঘ. সম্যক

৮. 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদকের নাম কী? [26th BCS, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহ. সাইফার কর্মকর্তা-১৭, রাজস্ব সহ. কর্মকর্তা-১৫, সাব-রেজি.-০১]
ক. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর | খ. ঈশ্বরগুপ্ত | গ. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ঘ. অক্ষয়কুমার দত্ত

৯. 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার প্রকাশকাল কবে? [১৭তম বিসিএস]
ক. ১৮৪০ সালে | খ. ১৮৪১ সালে | গ. ১৮৪২ সালে | ঘ. ১৮৪৩ সালে

১০. বাংলা ভাষায় দৈনিক পত্রিকা কোনটি? [তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে সহকারী প্রোগ্রামার-১৭]
ক. সংবাদ প্রভাকর | খ. শনিবারের চিঠি | গ. সমাচার দর্পণ | ঘ. বঙ্গদর্শন

১১. আলাওলের 'তোহফা' কোন ধরনের কাব্য? [৩১তম বিসিএস]
ক. আত্মজীবনী | খ. প্রণয়কাব্য | গ. নীতিকাব্য | ঘ. জঙ্গনামা

১২. মহাভারতের প্রথম অনুবাদক কে?
ক. কবীন্দ্র পরমেশ্বর | খ. শ্রীকর নন্দী | গ. কাশীরাম দাস | ঘ. কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস

১৩. 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' এর রচিয়িতা কে?
ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী | খ. ভারতচন্দ্র রায় | গ. বিজয়গুপ্ত | ঘ. মালাধর বসু

১৪. 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ!
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ'- চরণ দুটি কার রচনা? [সহকারী আবহাওয়াবিদ-০৪]
ক. আলাওল | খ. ভারতচন্দ্র রায় | গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ঘ. শেখ ফজলুল করিম

১৫. ভাড়ুদত্ত কোন কাব্যের চরিত্র? [সহকারী পরিচালক (বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়-৯৫)]
ক. চণ্ডীমঙ্গল | খ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন | গ. মনসামঙ্গল | ঘ. অন্নদামঙ্গল

১৬. 'অল্প' অর্থে 'অ' উপসর্গটি ব্যবহৃত হয়েছে কোন শব্দে?
ক. অবেলা | খ. অবজ্ঞা | গ. অকাজ | ঘ. অবোধ

১৭. কোন শব্দে 'নি' খাঁটি বাংলা উপসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. নিতান্ত | খ. নিখুঁত | গ. নিদারুণ | ঘ. নিদর্শক

১৮. নিচের কোনটি ফারসি উপসর্গ?
ক. কু | খ. কার | গ. কদ | ঘ. সা

১৯. 'একখানা বই কিনে দিও।' এখানে 'খানা' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. অনির্দিষ্টতা অর্থে | খ. নির্দিষ্টতা অর্থে | গ. নিরর্থকভাবে | ঘ. সার্থক অর্থে

২০. 'নাটিকা' কোন অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ? [সহকারী জজ নিয়োগ পরীক্ষা-০৭]
ক. সমার্থে | খ. বৃহদার্থে | গ. ক্ষুদ্রার্থে | ঘ. বিপরীতার্থে

সমাস

♦ সমাস শব্দটির অর্থ সংক্ষেপণ, মিলন কিংবা একাধিক পদের একপদীকরণ। অর্থসম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের একসাথে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে। পরস্পর অর্থসঙ্গতি সম্পন্ন দুই বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়াই সমাস। সমাসের রীতি সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। যেমন: বই ও পুস্তক = বই-পুস্তক, দেশের সেবা = দেশসেবা।

♦ **সমাসের বিভিন্ন পরিভাষা:**

সমস্তপদ : সমাসবদ্ধ বা সমাস নিষ্পন্ন পদটির নাম সমস্তপদ।
সমস্যমান পদ : যে কয়টি পদ মিলিয়ে সমাস হয়, তাদের প্রত্যেকটি পদকে আলাদা-আলাদাভাবে সমস্যমান পদ বলে।
পূর্বপদ : সমস্তপদকে বিশ্লেষণ করলে প্রথম যে পদটি পাওয়া যায় তা পূর্বপদ।
পরপদ : সমস্তপদকে বিশ্লেষণ করলে শেষ যে পদটি পাওয়া যায় তাই পরপদ বা উত্তরপদ।
ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য : সমস্তপদকে ভাঙলে যে শব্দগুলো পাওয়া যায় তাকে ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য বা সমাসবাক্য বলে।

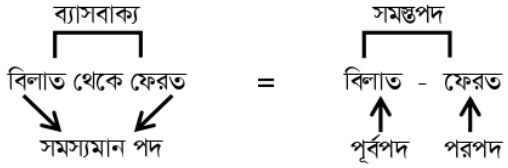

উদাহরণ: বিলাত থেকে ফেরত = বিলাত ফেরত।
এখানে, সমস্ত পদ = বিলাত ফেরত ব্যাসবাক্য = বিলাত থেকে ফেরত সমস্যমান পদ = বিলাত-ফেরত
পূর্বপদ = বিলাত পরপদ = ফেরত

♦ সমাসের প্রকারপদ: সমাস প্রধানত চার প্রকার। যথা:
১. দ্বন্দ্ব সমাস (উভয়পদের অর্থ প্রধান) ২. কর্মধারয় সমাস (পরপদের অর্থ প্রধান)
৩. তৎপুরুষ সমাস (পরপদের অর্থ প্রধান) ৪. বহুব্রীহি সমাস (তৃতীয় কোনো ভিন্ন অর্থ প্রধান)
নোট: পূর্বে ব্যাকরণবিদরা সমাসকে ছয় ভাগে ভাগ করেছিলেন। যথা- ১. দ্বন্দ্ব ২. দ্বিগু ৩. কর্মধারয় ৪. তৎপুরুষ ৫. অব্যয়ীভাব ৬. বহুব্রীহি।

♦ **দ্বন্দ্ব সমাস:** দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ মিলন কিংবা সংঘাত। সমাসের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব অর্থ 'মিলন' গৃহীত হয়। যে সমাসের সমস্তপদে পূর্বপদ এবং পরপদ উভয়পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। দ্বন্দ্ব সমাসে ব্যাসবাক্য তৈরির জন্য 'এবং', 'ও', 'আর' ইত্যাদি যোজক ব্যবহৃত হয়। যেমন: জায়া ও পতি = দম্পতি, বই ও পুস্তক = বইপুস্তক ইত্যাদি। দ্বন্দ্ব সমাস কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। যথা:

ক. **সাধারণ দ্বন্দ্ব:** একাধিক পদের একত্র অবস্থানে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে সাধারণ দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: কালি ও কলম = কালিকলম, লতা ও পাতা = লতাপাতা ইত্যাদি।

খ. **মিলনার্থক দ্বন্দ্ব সমাস:** একাধিক পদের মিলন বোঝাতে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে মিলনার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: জ্বীন ও পরী = জ্বীন-পরী, পান ও তামাক = পানতামাক, মশা ও মাছি = মশামাছি ইত্যাদি।

গ. **সমন্ধবাচক দ্বন্দ্ব সমাস:** যে দ্বন্দ্ব সমাসে সম্বন্ধ বোঝায় তাকে সম্বন্ধবাচক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন- স্বামী ও স্ত্রী = স্বামী-স্ত্রী, জায়া ও পতি = দম্পতি, ভাই ও বোন = ভাই-বোন, মাতা ও পিতা = মাতা-পিতা, ছেলে ও মেয়ে = ছেলে-মেয়ে, বাবা ও মা = বাবা-মা ইত্যাদি।

ঘ. **সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস:** বাংলা ভাষায় বহু যুগ্মশব্দ প্রচলিত আছে, এগুলোকে সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: প্রেম ও প্রীতি = প্রেম-প্রীতি, টাকা ও কড়ি = টাকা-কড়ি, লজ্জা ও শরম = লজ্জা-শরম ইত্যাদি।

ঙ. **বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব সমাস:** দ্বন্দ্ব সমাসের পূর্বপদ ও পরপদ বিপরীত অর্থ বহন করলে তাকে বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: ছোট ও বড় = ছোটবড়; সুখ ও দুঃখ = সুখদুঃখ।

চ. **বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব সমাস:** যে দ্বন্দ্ব সমাসের পূর্ব ও পরপদের মধ্যে আপাত বিরোধ আছে বলে মনে হয় তাকে বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: দা ও কুমড়ো = দাকুমড়ো।

ছ. **অলুক দ্বন্দ্ব সমাস:** যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদের বিভক্তি সমস্ত পদে লোপ না পেয়ে অক্ষুণ্ন থাকে তাকে অলুক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: ধনে ও জনে = ধনে-জনে, মায়ে ও ঝিয়ে = মায়ে-ঝিয়ে, ঘরে ও বাইরে = ঘরে-বাইরে ইত্যাদি।

জ. **বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস:** তিন বা তারও বেশি পদ মিলে যে দ্বন্দ্ব সমাস হয় তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: সাহেব, বিবি ও গোলাম = সাহেব-বিবি-গোলাম।

♦ **কর্মধারয় সমাস:** বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ মিলে যে সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। কর্মধারয় সমাসে পরপদের অর্থই প্রধান। কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যে 'যে', 'যিনি', 'যেটি' ইত্যাদি যোজক ব্যবহৃত হয়। যেমন: গোলাপ নামের ফুল = গোলাপফুল; যা কাঁচা তাই মিঠা = কাঁচামিঠা।

♦ কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়। যথা:

ক. দুটি বিশেষণ পদ একটি বিশেষ্যকে বোঝালে। যেমন: যে চালাক সে চতুর = চালাক-চতুর।

খ. দুটি বিশেষ্য পদ একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে। যেমন: যিনি জজ তিনিই সাহেব = জজসাহেব।

গ. কার্যে পরম্পরা বোঝাতে দুটি কৃদন্ত বিশেষণ পদেও কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন: আগে ধোয়া পরে মোছা = ধোয়ামোছা।

ঘ. পূর্বপদে স্ত্রীবাচক বিশেষণ থাকলে কর্মধারয় সমাসে সেটি পুরুষবাচক হয়। যেমন: সুন্দরী যে লতা = সুন্দরলতা, মহতী যে কীর্তি = মহাকীর্তি।

ঙ. বিশেষবাচক মহান বা মহৎ শব্দ পূর্বপদ হলে 'মহৎ' ও 'মহান' স্থানে 'মহা' হয়। যেমন: মহৎ যে জ্ঞান = মহাজ্ঞান, মহান যে নবি = মহানবি।

চ. পূর্বপদে 'কু' বিশেষণ থাকলে এবং পরপদের প্রথমে স্বরধ্বনি থাকলে 'কু' স্থানে 'কদ্' হয়। যেমন: কু যে অর্থ = কদর্থ, কু যে আচার = কদাচার।

ছ. পরপদে 'রাজা' শব্দ থাকলে কর্মধারয় সমাসে 'রাজ' হয়। যেমন: মহান যে রাজা = মহারাজ।

জ. বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে কর্মধারয় সমাস হলে, কখনো কখনো বিশেষণ পরে আসে, বিশেষ্য আগে যায়। যেমন: সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ, অধম যে নর = নরাধম।

♦ কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকার হয়। যথা:

১. **সাধারণ কর্মধারয় সমাস:** মধ্যপদলোপী, উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয় সমাস ব্যতীত অন্যান্য কর্মধারয় সমাসকে সাধারণ কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন:

বিশেষণ + বিশেষ্য		
কাঁচা যে কলা = কাঁচকলা	দুঃ যে শাসন = দুঃশাসন	ঝরাপাতা, মহানগর, কুশাসন, ক্ষুধিত পাষাণ, সুকীর্তি, গুণিজন
দুঃ যে অবস্থা = দুরবস্থা	মহৎ যে আত্মা = মহাত্মা	
বিশেষণ + বিশেষণ		
যিনি সুস্থ তিনি সবল = সুস্থসবল	যা হৃষ্ট তা পুষ্ট = হৃষ্টপুষ্ট	অম্লমধুর, কঠিনকোমল, কাঁচাপাকা, গরমভাজা, গণ্যমান্য, গুরুমশাই
বিশেষ্য + বিশেষণ		
সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ	বাটা যে হলুদ = হলুদবাটা	মাছভাজা, চালভাজা, পটলভাজা, নরোত্তম, বেগুনপোড়া, লঙ্কাবাটা
বিশেষ্য + বিশেষ্য		
যিনিই দাদা তিনিই ভাই = দাদাভাই	যিনিই মৌলভী তিনিই সাহেব = মৌলভীসাহেব	খোকাবাবু, গোলাপফুল, ভূলোক, গুরুদেব, গিন্নিমা, ডাক্তারসাহেব

২. **মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস:** ব্যাসবাক্যের মাঝের পদ লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তাই মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস। যেমন: সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন।

স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ = স্মৃতিসৌধ	সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা	উল্কাপিণ্ড, ডালভাত, হাতপাখা, পলান্ন, একাদশ, আয়কর, চালকুমড়া, প্রবালপ্রাচীর, শিক্ষামন্ত্রী, নাতজামাই, পাষাণহৃদয়, মৌমাছি, ছায়াতরু, গোলাপ ফুল
গোবরে নির্মিত গনেশ = গোবর গনেশ	জ্যোৎস্না শোভিত রাত = জ্যোৎস্নারাত	
হাতে পরা হয় যে ঘড়ি = হাতঘড়ি	বিজয় নির্দেশক পতাকা = বিজয়-পতাকা	
হাসি মাখা মুখ = হাসিমুখ	ঝাল মিশ্রিত মুড়ি = ঝালমুড়ি	
সংবাদ যুক্ত পত্র = সংবাদপত্র	প্রাণ যাওয়ার ভয় = প্রাণভয়	
জয় সূচক ধ্বনি = জয়ধ্বনি	ধর্ম রক্ষার্থে ঘট = ধর্মঘট	
ঘি মাখানো ভাত = ঘিভাত	ঘরে আশ্রিত জামাই = ঘরজামাই	

৩. **উপমান কর্মধারয় সমাস:** যার সঙ্গে তুলনা করা হয়, তা উপমান। কিছু কর্মধারয় সমাসে উপমানের সঙ্গে গুণবাচক শব্দের সমাস হয়। এগুলোকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন:

তুষারশুভ্র (বিশেষ্য + বিশেষণ) = তুষারের ন্যায় শুভ্র
কাজলকালো (বিশেষ্য + বিশেষণ) = কাজলের ন্যায় কালো
বিড়ালের ন্যায় তপস্বী = বিড়ালতপস্বী
কুসুমের ন্যায় কোমল = কুসুমকোমল
বকের ন্যায় ধার্মিক = বকধার্মিক
শশের মতো ব্যস্ত = শশব্যস্ত
কচুর মতো কাটা = কচুকাটা
মিশির মত কালো = মিশকালো

৪. **উপমিত কর্মধারয় সমাস:** যাকে তুলনা করা হয়, তা উপমেয়। কিছু কর্মধারয় সমাসে উপমেয় পদের সাথে উপমান পদের সমাস হয়। এগুলোকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। এতে দুটো পদই বিশেষ্য হয় এবং উপমেয় পদটি পূর্বে বসে। যেমন:

পুরুষসিংহ (বিশেষ্য+বিশেষ্য) = পুরুষ সিংহের ন্যায়	মুখচন্দ্র (বিশেষ্য + বিশেষ্য) = মুখ চন্দ্রের ন্যায়	চরণকমল, অধরপল্লব, চাঁদবদন, চাঁদমুখ, হাঁড়িমুখ, চরণপদ্ম, মুখপদ্ম
কুমারী ফুলের ন্যায় = ফুলকুমারী	আঁখি পদ্মের ন্যায় = পদ্মআঁখি	
কর পল্লবের ন্যায় = করপল্লব	বাহু লতার ন্যায় = বাহুলতা	

৫. **রূপক কর্মধারয় সমাস:** উপমিত ও উপমানের অভেদ কল্পনামূলক সমাসকে বলে রূপক কর্মধারয় সমাস।

ক্রোধ রূপ অনল = ক্রোধানল	বিষবৃক্ষ = বিষ রূপ বৃক্ষ	হৃদয় রূপ মন্দির = হৃদয়মন্দির	দেহপিঞ্জর, জ্ঞানবৃক্ষ, জীবনতরী, বিদ্যাধন
বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু	মন রূপ মাঝি = মনমাঝি	প্রাণ রূপ পাখি = প্রাণপাখি	

৬. **দ্বিগু কর্মধারয়:** কিছু কর্মধারয় সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক শব্দ হয়, সেগুলোকে দ্বিগু কর্মধারয় বলে। যেমন: তিন ফলের সমাহার = ত্রিফলা; চার রাস্তার মিলন = চৌরাস্তা।

♦ **তৎপুরুষ সমাস:** যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় তাকেই তৎপুরুষ সমাস বলে। সমস্যমান পদের বিভক্তি ও সন্নিহিত অনুসর্গ লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তার নাম তৎপুরুষ সমাস। তপুরুষ সমাসের পূর্বপদে দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যন্ত যেকোনো বিভক্তি থাকতে পারে; আর পূর্বপদের বিভক্তি অনুসারে এদের নামকরণ হয়। যেমন: পদ থেকে চ্যুত = পদচ্যুত। এখানে 'থেকে' বিভক্তি লুপ্ত হয়েছে। তৎপুরুষ সমাস ৯ প্রকার। যথা:

১. **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস:** পূর্বপদে দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে, রে, ব্যাপিয়া) লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তাই দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস। যেমন- বইকে পড়া = বইপড়া।

হলুদকে বাটা = হলুদবাটা	বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন	আত্মরক্ষা, আত্মহত্যা, কাপড়-কাচা, গুনটানা, জাতিগত, দুঃখপ্রাপ্ত, নারী-নির্যাতন, পদত্যাগ, চুক্তি সম্পাদন, চিরকুমারী, চিরকৃতজ্ঞ, চিরদুঃখী, চিরবসন্ত, চিরস্মরণীয়, দীর্ঘস্থায়ী
বিস্ময়কে আপন্ন = বিস্ময়াপন্ন	দেবকে দত্ত = দেবদত্ত	
ছেলেকে ভুলানো = ছেলে-ভুলানো (ছড়া)	ক্ষণকাল ধরে স্থায়ী = ক্ষণস্থায়ী	
রথকে দেখা = রথদেখা	বীজকে বোনা = বীজবোনা	
ভাতকে রাঁধা = ভাতরাঁধা	দুঃখকে অতীত = দুঃখাতীত	
চিরকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী = চিরস্থায়ী	চিরকাল ধরে সুখ = চিরসুখ	

২. **তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস:** পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তি (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি) লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তাই তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস। যেমন: মন দ্বারা গড়া = মনগড়া।

শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ	মধু দিয়ে মাখা = মধুমাখা	বাক দ্বারা বিতণ্ডা = বাকবিতণ্ডা	ধনে আঢ্য = ধনাঢ্য

- 'ঊন', 'হীন', 'শূন্য' প্রভৃতি শব্দ উত্তরপদ হলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন: এক দ্বারা ঊন = একোন।

বিদ্যা দ্বারা হীন = বিদ্যাহীন	জ্ঞান দ্বারা শূন্য = জ্ঞানশূন্য	পাঁচ দ্বারা কম = পাঁচ কম (একশ)

- উপকরণবাচক বিশেষ্য পদ পূর্বপদে বসলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন: স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত = স্বর্ণমণ্ডিত।

হীরক দ্বারা খচিত = হীরকখচিত	অস্ত্রাঘাত, কণ্টকাকীর্ণ, ঢেঁকিছাটা, মন্ত্রমুগ্ধ, আইনসংগত, ছায়াচ্ছন্ন, দুগ্ধপোষ্য, বিজ্ঞানসম্মত, ঋণগ্রস্ত, কষ্টার্জিত, ছায়াশীতল, ঝাঁটাপেটা, ধর্মান্ধ, বায়ুচালিত, ভারাক্রান্ত, শস্যশ্যামল
চন্দন দ্বারা চর্চিত = চন্দনচর্চিত	
রত্ন দ্বারা শোভিত = রত্নশোভিত	

৩. **চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস:** পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্য, নিমিত্ত ইত্যাদি) লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাই চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস। যেমন- বিয়ের জন্য পাগল = বিয়েপাগল।

গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি	মুসাফিরের জন্য খানা = মুসাফিরখানা	সভামঞ্চ, স্বদেশপ্রেম, ফাঁসিকাষ্ঠ, কাঁদানেগ্যাস, কিশোরপত্রিকা, পাঠকক্ষ, পাঠশালা
ডাকের জন্য মাশুল = ডাকমাশুল	হজ্জের নিমিত্ত যাত্রা = হজ্জযাত্রা	
রান্নার নিমিত্তে ঘর = রান্নাঘর	ছাত্রের জন্য আবাস = ছাত্রাবাস	
বসতের নিমিত্ত বাড়ি = বসতবাড়ি	মাপের জন্য কাঠি = মাপকাঠি	

৪. **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস:** পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি (হইতে, থেকে, চেয়ে ইত্যাদি) লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাই পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস। যেমন: পাপ হতে মুক্ত = পাপমুক্ত।

খাঁচা থেকে ছাড়া = খাঁচাছাড়া	ইতি হতে আদি = ইত্যাদি	দুগ্ধজাত, স্বর্গচ্যুত, কৃষিজাত, হাতছাড়া, স্নেহবঞ্চিত, বিদেশাগত, বিক্রয়লব্ধ, সত্যভ্রষ্ট, দলছুট
বদ থেকে জাত = বজ্জাত	গদি থেকে চ্যুত = গদিচ্যুত	
গ্রাম থেকে ছাড়া = গ্রামছাড়া	বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত	

৫. **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস:** পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তি (র, এর) লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাই ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস। যেমন:

বিশ্বের কবি = বিশ্বকবি	চন্দ্রের অর্ধ = অর্ধচন্দ্র	কর্মক্ষেত্র, খাদ্যপ্রাণ, গৃহসজ্জা, দলপতি, পরাধীন, সভানেত্রী, কবিগুরু, গ্রন্থাগার, জীবনচরিত, ধর্মসংস্কার, বিশ্বনবী, ক্ষতচিহ্ন, চন্দ্রগ্রহণ, বিশ্বাসঘাতক
হাঁসের রাজা = রাজহাঁস	বাঁদরের নাচ = বাঁদরনাচ	
ভোটের অধিকার = ভোটাধিকার	ঘোড়ার গাড়ি = ঘোড়গাড়ি	
খেয়ার ঘাট = খেয়াঘাট	ঘোড়ার দৌড় = ঘোড়দৌড়	
বটের তলা = বটতলা	রান্নার ঘর = রান্নাঘর	

- ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে 'রাজা' স্থলে 'রাজ', পিতা, মাতা, ভ্রাতা স্থলে যথাক্রমে 'পিতৃ', 'মাতৃ', 'ভ্রাতৃ' হয়। যেমন-

রাজার পুত্র = রাজপুত্র	পিতার ধন = পিতৃধন	পুত্রের বধূ = পুত্রবধূ
মাতার সেবা = মাতৃসেবা	ভ্রাতার স্নেহ = ভ্রাতৃস্নেহ	গজনীর রাজা = গজনীরাজ

- কালের কোনো অংশবোধক শব্দ পরে থাকলে তা পূর্বে বসে। যেমন: অহ্নের (দিনের) পূর্বভাগ = পূর্বাহ্ন।
- পরপদে রাজি, গ্রাম, বৃন্দ, গণ, যূথ প্রভৃতি সমষ্টিবাচক শব্দ থাকলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন: ছাত্রের বৃন্দ = ছাত্রবৃন্দ, গুণের গ্রাম = গুণগ্রাম, হস্তীর যূথ = হস্তীযূথ।
- অর্ধ শব্দ পরপদ হলে সমস্তপদে তা পূর্বপদ হয়। যেমন: পথের অর্ধ = অর্ধপথ; দিনের অর্ধ = অর্ধদিন।
- শিশু, দুগ্ধ ইত্যাদি শব্দ পরে থাকলে স্ত্রীবাচক পূর্বপদ পুরুষবাচক হয়। যেমন: মৃগীর শিশু = মৃগশিশু, ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ, কুকুরীর ছানা = কুকুরছানা।
- ব্যাসবাক্যে 'রাজা' শব্দ পরে থাকলে সমস্তপদে তা আগে বসে। যেমন: পথের রাজা = রাজপথ; হাঁসের রাজা = রাজহাঁস।

৬. **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস:** পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি (এ, য়, তে) লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাই সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস। সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসে কোনো কোনো সময় ব্যাসবাক্যের পরপদ সমস্তপদের পূর্বে বসে। যেমন: জলে মগ্ন = জলমগ্ন।

গাছে পাকা = গাছপাকা	দিবায় নিদ্রা = দিবানিদ্রা	অকালমৃত্যু, দেশবিখ্যাত, চিন্তামগ্ন, রণনিপুণ, ধর্মভীরু, রাতকানা, শিরোধার্য, অকালপক্ব, আকাশভ্রমণ, ভোজনপটু, ঘরপোড়া
পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব	পূর্বে অশ্রুত = অশ্রুতপূর্ব	
পূর্বে অদৃষ্ট = অদৃষ্টপূর্ব	দানে বীর = দানবীর	
মাথায় ব্যথা = মাথাব্যথা	গলাতে ধাক্কা = গলাধাক্কা	

৭. **নঞ্ তৎপুরুষ সমাস:** না বাচক নঞ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে সমাস হয় তাই নঞ তৎপুরুষ সমাস। যেমন:নয় কাঁড়া=আকাঁড়া।

ন আচার = অনাচার	নয় ধর্ম = অধর্ম	ন বিশ্বাস = অবিশ্বাস
নয় বিশ্বাস্য = অবিশ্বাস্য	ন অতিদূর = নাতিদূর	বে (নয়) আইনি = বেআইনি
ন সময় = অসময়	ন সহযোগ = অসহযোগ	ন অশন = অনশন
ন সুখ = অসুখ	নাই জানা = অজানা	নয় দীর্ঘ = নাতিদীর্ঘ
নয় সৃষ্টি = অনাসৃষ্টি	নাই তাল = বেতাল	নয় উচিত = অনুচিত
নয় এক = অনেক	নয় হাজির = গরহাজির	ন আদর = অনাদর
ন কাতর = অকাতর	ন (নয়) ক্ষত = অক্ষত	ন অভিজ্ঞ = অনভিজ্ঞ
ন উর্বর = অনুর্বর	নয় পর্যাপ্ত = অপর্যাপ্ত	ন অতিশীতোষ্ণ = নাতিশীতোষ্ণ
ন কেজো = অকেজো	ন উন্নত = অনুন্নত	ন (মন্দ অর্থে) গাছ = আগাছা
ন (নয়) সরকারি = বেসরকারি	নাই খরচা = নিখরচা	নাই হুঁশ = বেহুঁশ
নয় মঞ্জুর = নামঞ্জুর	নাই খুঁত = নিখুঁত	নাই মিল = গরমিল

৮. **উপপদ তৎপুরুষ সমাস:** যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃৎ-প্রত্যয় যুক্ত হয়, সে পদকে উপপদ বলে। কৃদন্ত পদের সাথে উপপদের যে সমাস হয় তাই উপপদ তৎপুরুষ সমাস। যেমন: পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ।

জলে চরে যা = জলজ	জল দেয় যে = জলদ	পকেট মারে যে = পকেটমার
ছা পোষে যে = ছা-পোষা	ধামা ধরে যে = ধামাধরা	অগ্রে গমন করে যে = অগ্রগামী
বর্ণ চুরি করে যে = বর্ণচোরা	প্রিয় কথা বলে যে নারী = প্রিয়ংবদা	খ (আকাশে) তে চরে যা = খেচর
ইন্দ্রকে জয় করেছে যে = ইন্দ্রজিৎ	সব হারিয়েছে যে = সর্বহারা	মনে মরেছে যে = মনমরা
জাদু করে যে = জাদুকর	ক্ষীণভাবে বাঁচে যে = ক্ষীণজীবী	অর্থ করা যায় যার দ্বারা = অর্থকরী
একান্নে (এক অন্নে) বর্তে যে = একান্নবর্তী		

৯. **অলুক তৎপুরুষ সমাস:** যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের দ্বিতীয়াদি বিভক্তি লোপ পায় না, তা অলুক তৎপুরুষ সমাস। যেমন: কলুর বলদ=কলুর বলদ।

তেলে ভাজা = তেলেভাজা	ঘিয়ে ভাজা = ঘিয়েভাজা	কলে ছাঁটা = কলেছাঁটা
গরুর গাড়ি = গরুর গাড়ি	কলের গান = কলের গান	পায়ে ধরা = পায়ে ধরা

♦ **বহুব্রীহি সমাস:** যে সমাসে পূর্বপদ বা পরপদ- কোনটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্যকোনো অর্থ বোঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন: 'বহুব্রীহি' শব্দে 'বহু' মানে 'অনেক' আর 'ব্রীহি' মানে 'ধান'। কিন্তু 'বহুব্রীহি মানে অনেক ধান নয়' বরং 'বহু ধান আছে এমন অবস্থাসম্পন্ন মানুষকে বোঝায়'।

- **প্রকারভেদ:** বহুব্রীহি সমাস বেশ কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। যথা:-
- **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস:** যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদে বিশেষণ এবং পরপদে বিশেষ্য অথবা পূর্বপদ বিশেষ্য এবং পরপদ বিশেষণ হয় তাকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সামস বলে। যেমন:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
উচ্চশির	উচ্চ শির যার	নীলকণ্ঠ	নীল কণ্ঠ যার	হতশ্রী	হত হয়েছে শ্রী যার
সুশ্রী	সু শ্রী যার	পক্বকেশ	পক্ব কেশ যার	খোশমেজাজ	খোশ মেজাজ যার

- **ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস:** যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব বা পরপদ কোনটিই সাধারণত বিশেষণ নয় (অন্যপদ), তাকে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে। পূর্বপদ ও পরপদ সাধারণত বিশেষ্য হয়। যেমন-

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
পদ্মনাভ	পদ্ম নাভিতে যার	আশীবিষ	আশীতে বিষ যার
দুকানকাটা	দুই কান কাটা যার	বজ্রদেহ	বজ্রতে দেহ যার
বীণাপাণি	বীণা পাণিতে যার	ছাপোষা	ছা পোষা যার

- **ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস:** যে বহুব্রীহি সমাসে দুটি একরূপ বিশেষ্য দিয়ে এক জাতীয় কাজ বোঝায়, তাকে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস বলে। অথবা, ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয়।

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
হাতাহাতি	হাতে হাতে যে লড়াই	কোলাকুলি	কোলে কোলে যে মিল
কানাকানি	কানে কানে যে কথা	ঘুষাঘুষি	ঘুষিতে ঘুষিতে যে লড়াই
লাঠালাঠি	লাঠিতে লাঠিতে যে দুদ্ধ	হাসাহাসি	হাসিতে হাসিতে যে ক্রিয়া

- **নঞর্থক বহুব্রীহি সমাস:** নঞর্থক অব্যয় পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস তাকে নঞর্থক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
নিষ্কলঙ্ক	নাই কলঙ্ক যার	অবুঝ	নেই বুঝ যার
বিপত্নীক	বিগত পত্নী যার	অপয়া	নেয় পয় যার
বেকার	কর্ম নাই যার	বেহায়া	বে হায়া যার
বেওয়ারিশ	বে (নাই) ওয়ারিশ যার	নিরক্ষর	অক্ষরজ্ঞান নেই যার

- **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস:** যে বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্যের মধ্যস্থিত কোনো পদ লোপ পায়, তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
কমলাক্ষ	কমলের মতো অক্ষি যার	বিড়ালচোখী	বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর
কাঞ্চনপ্রভা	কাঞ্চন বা সোনার মতো প্রভা যার	শূর্পণখা	শূর্পের (কুলা) ন্যায় নখ যে নারীর
দশবছুরে	দশ বছর বয়স যার	সোনামুখী	সোনার মতো উজ্জ্বল মুখ যার

- **সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস:** যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
তেপায়া	তিন পায়া যার	সহস্রলোচন	সহস্র লোচন যার	দোনলা	দুটি নল যার
দ্বিপদী	দুই পদ যার	দশানন	দশ আনন (মুখ) যার	চৌচালা	চৌ (চার) চাল যে ঘরের

- **অলুক বহুব্রীহি সমাস:** বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি বজায় থাকলে ও কোন পদের পরিবর্তন না হলে তাকে অলুক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
গায়ে হলুদ	গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	পায়েবেড়ি	পায়ে বেড়ি আছে যার
মুখে ভাত	মুখে ভাত দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	হাতেখড়ি	হাতে খড়ি দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে

- **সহার্থক বহুব্রীহি সমাস:** সহার্থক (সহ অর্থ জ্ঞাপক) পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের বহুব্রীহি সমাস হলে, তাকে সহার্থক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
সবিনয়	বিনয়ের সাথে বর্তমান	সহৃদয়	হৃদয়ের সঙ্গে বর্তমান	সবান্ধব	বান্ধবের সাথে বর্তমান
সদর্প	দর্পের সঙ্গে বর্তমান	সাদর	আদরের সাথে বর্তমান	সস্ত্রীক	স্ত্রীর সঙ্গে বর্তমান

বিরাম চিহ্ন

- মুখের কথাকে লিখিত রূপ দেয়ার সময়ে থামা বোঝাতে যেসব চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে যতিচিহ্ন বলে। বক্তব্যকে স্পষ্ট করতেও কিছু চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যতিচিহ্নকে বিরামচিহ্ন বা বিরতিচিহ্নও বলা হয়। বাক্যের অর্থ সহজভাবে বোঝাতে, শ্বাস বিরতির জায়গা দেখাতে, বাক্যকে অলংকৃত করতে কিংবা বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

- বাংলা ভাষায় বিরাম বা যতি চিহ্নের প্রবর্তক- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলা সাহিত্যে দাঁড়ি, কমা, কোলন প্রভৃতি বিরাম চিহ্ন তিনিই সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। নিচের ছকে বিরাম-চিহ্নগুলোর পরিচয় দেয়া হলো:

ব্যবহৃত নাম	বাংলা অর্থ	ইংরেজি নাম	আকার	বিরামের সময়
১. কমা	পাদচ্ছেদ	Comma	,	১ বলতে যে সময় প্রয়োজন
২. সেমিকোলন	অর্ধচ্ছেদ	Semicolon	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়
৩. দাঁড়ি	পূর্ণচ্ছেদ	Full stop	।	১ সেকেন্ড
৪. প্রশ্নচিহ্ন	প্রশ্নবোধক চিহ্ন	Note of Interrogation	?	ঐ
৫. বিস্ময়চিহ্ন	বিস্ময়সূচক চিহ্ন	Note of Exclamation	!	ঐ
৬. কোলন	দৃষ্টান্তচ্ছেদ	Colon	:	ঐ
৭. কোলন-ড্যাশ	ছেদ বাক্যসঙ্গতি চিহ্ন	Colon dash	:-	১ সেকেন্ড
৮. ড্যাশ	বাক্যসঙ্গতি চিহ্ন	Dash	—	ঐ
৯. হাইফেন	শব্দসংযোগ চিহ্ন	Hyphen	-	ধামার প্রয়োজন নেই
১০ জোড়-উদ্ধৃতি চিহ্ন	জোড়-উদ্ধৃতি চিহ্ন	Inverted Commas	“ ”	১ বলতে যে সময় প্রয়োজন
১১. এক উদ্ধৃতি চিহ্ন	এক-উদ্ধৃতি চিহ্ন	Quotation Mark	‘ ’	১ সেকেন্ড
১২. লোপ চিহ্ন	ইলেক চিহ্ন	Appostrophe	’	থামার প্রয়োজন নেই
১৩. প্রথম বন্ধনী	প্রথম বন্ধনী চিহ্ন	First Brackets	()	ঐ
১৪. তৃতীয় বন্ধনী	তৃতীয় বন্ধনী চিহ্ন	Third Brackets	[]	ঐ
১৫. বর্জন চিহ্ন	বর্জন চিহ্ন বা ত্রিবিন্দু/ তিন তারকা চিহ্ন	Asterisk	.../ ***	
১৬. বিন্দু চিহ্ন	বিন্দু	Dot	.	
১৭. বিকল্প চিহ্ন	বিকল্প চিহ্ন	Slash	/	

১. **কমা/পাদচ্ছেদ (,):** স্বল্প বিরতি বোঝাতে কমা ব্যবহৃত হয়। শব্দ, বর্গ ও অধীন বাক্যকে আলাদা করতে কমার ব্যবহার হয়।
ক. বাক্য পাঠকালে সুস্পষ্টতা বা অর্থবিভাগ দেখাবার জন্য যেখানে স্বল্প বিরতির প্রয়োজন, সেখানে কমা ব্যবহৃত হয়। যেমন: সুখ চাও, সুখ পাবে পরিশ্রমে।
খ. পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ একসঙ্গে বসলে শেষ পদটি ছাড়া বাকি সবগুলোর পরই কমা বসবে। যেমন- সুখ, দুঃখ, আশা, নৈরাশ্য একই মালিকানার পুষ্প।
গ. সম্বোধনের পরে কমা বসাতে হয়। যেমন- রশিদ, এখানে আসো।
ঘ. মাসের তারিখ লিখতে বার ও মাসের পর কমা বসবে। যেমন- ১৬ই পৌষ, বুধবার, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ।
ঙ. উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে (খণ্ড বাক্যের শেষে) কমা বসাতে হবে। যেমন- অধ্যক্ষ বললেন, “ছুটি পাবেন না।”
চ. বাড়ি বা রাস্তার নম্বরের পরে কমা বসে। যেমন- ৬৫, নবাবপুর রোড, ঢাকা।
ছ. জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খণ্ডবাক্যের পরে কমা বসবে। যেমন: কাল যে লোকটি এসেছিল, সে আমার পূর্ব পরিচিত।

২. **সেমিকোলন (;):** কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে, সেমিকোলন বসে। একাধিক স্বাধীন অথচ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বাক্যকে একটি বাক্যে লিখলে সেগুলোর মাঝখানে সেমিকোলন বসে। যেমন: সোহাগ ক্রিকেট পছন্দ করে; আমি ফুটবল পছন্দ করি। কোনো বইয়ের সমালোচনা করা সহজ; কিন্তু বই লেখা অত সহজ নয়। তিনি পড়েছেন বিজ্ঞান; পেশা ব্যাংকার; আর নেশা সাহিত্যচর্চা।

৩. **দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ (।):** বাক্যের পরিসমাপ্তি বোঝাতে দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করতে হয়। যেমন: শীতকালে এ দেশে আবহাওয়া শুষ্ক থাকে। যথাযথ অনুসন্ধানের পর বলা যাবে কী ঘটেছিল।

৪. **প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?):** বাক্যে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে, বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে। যেমন: তুমি কখন এলে? সে কি যাবে? বাংলাদেশের রাজধানীর নাম কী?

৫. **বিস্ময় চিহ্ন (!):** সাধারণত বিস্ময়, দুঃখ, আনন্দ ইত্যাদি প্রকাশের জন্য বিস্ময়চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন: আহা! কি চমৎকার দৃশ্য। মানে কী! সে আর চাকরি করবে না! তার গানের কণ্ঠ দারুণ!

৬. **কোলন (:):** বাক্যের প্রথম অংশের কোনো উক্তিকে দ্বিতীয় অংশে ব্যাখ্যা করা এবং উদাহরণ উপস্থাপনের কাজে কোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন: ভাষার দুটি রূপ: কথ্য ও লেখ্য। সভার সিদ্ধান্ত হলো: প্রতি মাসে সব সদস্যকে দশ টাকা করে চাঁদা দিতে হবে।

৭. **ড্যাস চিহ্ন (–):** সাধারণত দুটি বাক্যকে এক বাক্যে পরিণত করার কাজে এবং ব্যাখ্যাযোগ্য বাক্যাংশের আগে-পরে ড্যাশ ব্যবহৃত হয়। যেমন: তোমরা দরিদ্রের উপকার কর, এতে তোমাদের সম্মান কমবে না – বাড়বে। বাংলাদেশ দল জয়লাভ করেছে – বিজয়ের আনন্দে দেশের জনগণ উচ্ছ্বসিত। ঐ লোকটি – যিনি গতকাল এসেছিলেন – তিনি আমার মামা।

৮. **হাইফেন বা সংযোগ চিহ্ন (-):** বাক্যের মধ্যকার একাধিক পদকে সংযুক্ত করতে হাইফেন ব্যবহৃত হয়। যেমন: এ আমাদের শ্রদ্ধা-অভিনন্দন, আমাদের প্রীতি-উপহার। মা-বাবার কাছে সন্তানের গৌরব সবচেয়ে বড়ো গৌরব। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই দেশের কল্যাণে কাজ করতে হবে।

৯. **ইলেক বা লোপ চিহ্ন (’):** কোনো বর্ণ বিশেষের লোপ বোঝাতে বিলুপ্ত বর্ণের জন্য লোপচিহ্ন হয়। যেমন:মাথার ‘পরে জ্বলছে রবি। (‘পরে=ওপরে)

১০. **উদ্ধরণ চিহ্ন (“ ”/ ‘ ’):** বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিকে এই চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। কোনো কিছু উদ্ধৃত করার কাজে এ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এ চিহ্ন দুই রকম (একক ও দ্বৈত)। যেমন: ‘সিরাজউদ্দৌলা’ একটি ঐতিহাসিক নাটক। শিক্ষক বললেন, “গতকাল তুরস্কে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়েছে।” আমার কণ্ঠ শুনে প্রিয়ন্তি ঘর থেকে বেরিয়ে এল, “ও আপনারা এসে গেছেন! বাসা চিনতে কোনো কষ্ট হয়নি তো।”

১১. **ব্রাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন ( ), {}, []:** এই তিনটি চিহ্নই গণিতশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। সাহিত্যে প্রথম ও তৃতীয় বন্ধনী চিহ্ন ব্যবহৃত হয় কিন্তু দ্বিতীয় বন্ধনী চিহ্নের ব্যবহার নেই। তবে প্রথম বন্ধনী চিহ্নটি বিশেষ ব্যাখ্যামূলক অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতিরিক্ত তথ্য উপস্থাপন ও কাল নির্দেশের ক্ষেত্রে বন্ধনীর ব্যবহার হয়। যেমন: ত্রিপুরায় (বর্তমানে কুমিল্লা) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা ভাষার বিবর্তন (চর্যাপদের সময় থেকে পরবর্তী) নিয়ে আলোচনা করেন। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ‘বিদ্রোহী কবি’ হিসেবে পরিচিত।

১২. **বিন্দু (.):** শব্দসংক্ষেপ, ক্রমনির্দেশ ইত্যাদি কাজে বিন্দু ব্যবহৃত হয়। যেমন: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রখ্যাত বৈয়াকরণিক। ভাষার উপাদান চারটি: ১. ধ্বনি ২. শব্দ ৩. বাক্য ও ৪. বাগর্থ।

১৩. **ত্রিবিন্দু (...):** বাক্যের মধ্য থেকে কোনো অংশ বাদ দিতে চাইলে ত্রিবিন্দুর ব্যবহার হয়। যেমন: তিনি রেগে গিয়ে বললেন, “তার মানে তুমি একটা ...।” আমাদের ঐক্য বাইরের। ... এ ঐক্য জড় অকর্মক, সজীব সকর্মক নয়।

১৪. **বিকল্প চিহ্ন (/):** একটির বদলে অন্যটির সম্ভাবনা বোঝাতে বিকল্পচিহ্নের ব্যবহার হয়। যেমন: ভুল/ সঠিক চিহ্নিত করুন। বাড়ির নম্বর নির্দেশ করতে বিকল্প চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন: ৩৮/২ক, কুমিল্লা।

বাংলা সাহিত্য

♦ যুগ সন্ধিক্ষণ

- ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের তিরোধানের মাধ্যমে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটে এবং ১৮৬০ সালে মাইকেলের সদর্প আগমনের মাধ্যমে আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে। এ ১০০ বছর সাহিত্যে জগতে চলছিল বন্ধ্যাকাল, ফলে এ সময়টুকুকে বলে ‘অবক্ষয় যুগ’ বা ‘যুগ সন্ধিক্ষণ’।
- **কবিগান:** দুই পক্ষের মধ্যে বিতর্কের মাধ্যমে যে গান অনুষ্ঠিত হতো তাই কবিগান। দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতাই এর বৈশিষ্ট্য। যারা এ গান গাইত (বিশেষত হিন্দু), তাদের বলা হতো কবিয়াল। ১৮৫৪ সালে কবি ঈশ্বরচন্দ্রে গুপ্ত প্রথম কবিগান সংগ্রহ করতে শুরু করেন এবং ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কয়েকজন কবিয়াল- গোজলা গুই (কবিগানের আদি কবি), ভবানী বেনে, ভোলা ময়রা, হরু ঠাকুর, কেস্টা মুচি, এন্টনি ফিরিঙ্গী, রামবসু, নিতাই বৈরাগী, নিধু বাবু।
- **শায়েরঃ** শায়ের আরবি শব্দ এবং এর অর্থ কবি। মুসলমান সমাজে মিশ্র (দোভাষী) ভাষারীতির পুঁথি রচয়িতাদের শায়ের বলা হতো। উল্লেখযোগ্য শায়েরগণ হলেন- ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, মোহাম্মদ দানেশ, মালে মুহম্মদ, আব্দুর রহিম, আয়েজুদ্দিন।
- **টপ্পা:** টপ্পা এক ধরনের গান। কবিগানের সমসাময়িক কালে কলকাতা ও শহরতলিতে রাগ-রাগিনী সংযুক্ত এক ধরনের ওস্তাদি গানের প্রচলন ঘটেছিল, এগুলোই টপ্পা গান হিসেবে পরিচিত। টপ্পা থেকেই আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার সূত্রপাত বলে অনেকের ধারণা। টপ্পাগানে জনক রামনিধি গুপ্ত। তাঁর বিখ্যাত গান- ‘নানান দেশের নানান ভাষা/ বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা।’
- পাঁচালী গানের জনপ্রিয় কবি দাশরথি রায়। তিনি দাশুরায় নামে খ্যাত ছিলেন। উনিশ শতকের প্রথমদিকে পাঁচালী গান এদেশে জনপ্রিয় হয়েছিল।

♦ আধুনিক যুগের সূচনালগ্নের প্রতিষ্ঠানসমূহ:

- বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলায় কর্মরত ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্রিটিশ অফিসারদের দেশিয় ভাষা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে লর্ড ওয়েলেসলি ৪ মে ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে বাংলা বিভাগ চালু হয় ২৪ মে ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে। বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগ দেন শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রি এবং বাইবেলের অনুবাদক বাংলায় অভিজ্ঞ উইলিয়াম কেরী। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে এ কলেজের গুরুত্ব হ্রাস পায়। রাজা রামমোহন রায়ের সাহিত্যিক প্রভাবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের মহিমা ধীরে ধীরে বিলীয়মান হয় এবং ১৮৫৪ সালে লর্ড ডালহৌসির সময়ে কলেজটি বন্ধ হয়ে যায়।

পণ্ডিতগণের নাম	রচিত গ্রন্থ
উইলিয়াম কেরি	কথোপকথন, ইতিহাসমালা
রামরাম বসু	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত, লিপিমালা
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	প্রবোধচন্দ্রিকা, বেদান্তচন্দ্রিকা, বত্রিশ সিংহাসন, রাজাবলী, হিতোপদেশ (সর্বাধিক গ্রন্থ রচয়িতা)
রাজীবলোচন	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং
তারিণীচরণ মিত্র	ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট
চণ্ডীচরণ মুনশি	তোতা ইতিহাস
হরপ্রসাদ রায়	পুরুষ পরীক্ষা
গোলকনাথ শর্মা	হিতোপদেশ

♦ শ্রীরামপুর মিশন ও বাংলা ছাপাখানা:

- উইলিয়াম কেরী পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে ১০ জানুয়ারি, ১৮০০ সালে ‘শ্রীরামপুর মিশন’ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বছরের মার্চ মাসে শ্রীরামপুর মিশনের প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীরামপুর মিশন হতে পরবর্তীতে ‘রামায়ণ’, ‘মহাভারত’ সহ একাধিক পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৮১৮ সালে এ মিশন থেকে ‘দিকদর্শন’ ও ‘সমাচার দর্পণ’ নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
- ১৭৭৮ সালে চার্লস উইলকিন্স হুগলিতে প্রথম বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি নিজেই বাংলা অক্ষরের নকশা তৈরি করেন বলে তাঁকে ‘বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক’ বলা হয়। তার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী পঞ্চানন কর্মকার বাংলা অক্ষর খোদাই করেন।

♦ **হিন্দু কলেজ ও ইয়ংবেঙ্গল:** বাংলা সাহিত্যের বিকাশে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তারর মধ্যে কলকাতার হিন্দু কলেজের (১৮১৭) নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। হিন্দু কলেজের মাধ্যমে তৎকালীন কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের তরুণেরা যথার্থ আধুনিক শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। পরবর্তীতে তাঁরা দেশে সাহিত্যচর্চা, শিক্ষা সম্প্রসারণ, সমাজ ও ধর্মসংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। হিন্দু কলেজের পাশ্চাত্য ভাবধারাপুষ্ট এই তরুণরাই ইয়ংবেঙ্গল নামে পরিচিত। বাংলাদেশে এই 'ইয়ংবেঙ্গলের' মন্ত্রগুরু হেনরি ল্যু ভিভিয়ান ডিরোজিও, যিনি ছিলেন একজন ফিরিঙ্গি। তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারকে মুক্তবুদ্ধি ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচারবিশ্লেষণের আগ্রহী ছিলেন। তিনি শিষ্যদের পাশ্চাত্য ভাবধারায় উৎসাহিত করেছেন। ইয়ংবেঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত ডিরোজিওর কয়েকজন শিষ্য হলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ। ইয়ং বেঙ্গলের তরুণরা হিন্দুধর্মের গোঁড়ামিকে অস্বীকার করে বিদ্রোহী মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

♦ **বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি:** স্যার উইলিয়াম জোনস ১৭৮৪ সালে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীতে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি নামকরণ করা হয়। এই সংগঠন থেকে ২০০৩ সালে বাংলা ভাষার মুক্ত জ্ঞানকোষ 'বাংলাপিডিয়া' প্রকাশিত হয়।

♦ **ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ:**

- প্রতিষ্ঠা: ১৯ জানুয়ারি, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনটির মাধ্যমে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।
- প্রধান লেখক- কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ।
- মুখপাত্র- শিখা। এটি ১৯২৭ সালে আবুল হোসেনের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

আধুনিক যুগের সাহিত্যিকগণ

♦ **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১):** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮২০-২৯ জুলাই, ১৮৯১) ঊনবিংশ শতকের একজন বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাবিদ, সমাজ-সংস্কারক ও গদ্যকার। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৮৩৯ সালে তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। তবে তাঁর পারিবারিক নাম- 'ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়'। তিনিই প্রথম বাংলা লিপি সংস্কার করে তাকে অর্থবহ করে তোলেন। তিনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যে যতিচিহ্নের ব্যবহার করেন।

- প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ- বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭); অনূদিত গ্রন্থ। এতে তিনি যতি/বিরাম চিহ্নের সফল প্রয়োগ ঘটান।
- প্রথম মৌলিক গ্রন্থ- 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (১৮৬৩)।
- অনুবাদ গ্রন্থ- ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯), শেক্সপিয়ারের 'Comedy of Errors' এর বাংলা রূপ।
- শিশুতোষ রচনা- 'বর্ণপরিচয়' (১৮৫৫); এটি ক্ল্যাসিকের মর্যাদা লাভ করে।
- আত্মজীবনী- আত্মচরিত (১৮৯১); বাংলা গদ্যে রচিত প্রথম আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ।
- অন্যান্য- বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫), বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার (১৮৭১, ৭৩)।

♦ **মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩):** ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত সাহিত্যিক মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহাকাব্য রচয়িতা। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী লেখক, প্রথম আধুনিক কবি, প্রথম আধুনিক নাট্যকার, প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক, বাংলা সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার প্রথম রচয়িতা, সার্থক ট্রাজেডির প্রথম রচয়িতা, প্রথম প্রহসন রচয়িতা, পুরাণকাহিনীর ব্যত্যয় ঘটিয়ে আধুনিক সাহিত্যরস সৃষ্টিরপ্রথম শিল্পী এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যধারার সংমিশ্রণে নতুন ধরনের মহাকাব্য রচয়িতা।

- মাইকেল মধুসূদন দত্ত ২৫ জানুয়ারি, ১৮২৪ সালে যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার কপোতাক্ষ নদীর তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- তার পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ও মাতা জাহ্নবী দেবী।
- তিনি ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৩ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে ওল্ড মিশন চার্চে পাদ্রী ডিলট্রির কাছে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন।
- তিনি কলকাতার আলিপুর হাসপাতালে ২৯ জুন, ১৮৭৩ সালে মারা যান।
- মহাকাব্য (১৮৬১): এটি রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে বীর রসের অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাবের সংমিশ্রণে রচিত বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সার্থক মহাকাব্য। এটি প্রথম ইংরেজিতে অনুবাদ করেন রাজনারায়ণ বসু। এটি উৎসর্গ করেন এ গ্রন্থটির মুদ্রণের ব্যয়বহনকারী রাজা দিগম্বর মিত্রকে। প্রধান চরিত্র: রাবণ, মেঘনাদ, লক্ষ্মণ, রাম, প্রমীলা, বিভীষণ, সীতা। এ কাব্যের মোট সর্গ ৯টি।
- **কাব্য:** ১. তিলোত্তমাসম্ভব (১৮৬০): এটি একটি কাহিনীকাব্য। বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।
  ২. চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬): বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট সংকলন। এতে মোট ১০২টি সনেট রয়েছে।
  ৩. ব্রজাঙ্গনা (১৮৬১): রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীতিকাব্য (অমিত্রাক্ষর)।
  ৪. বীরাঙ্গনা (১৮৬২): বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রকাব্য (অমিত্রাক্ষর)। এতে মোট ১১টি পত্র আছে।
  ৫. The Captive Ladie (1849): মধুসূদন রচিত ও প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ।
- **নাটক:** ১. শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯): বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মৌলিক নাটক।
  ২. পদ্মাবতী (১৮৬০): বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক কমেডি। এ নাটকে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করেন।
  ৩. কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১): বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি।
  ৪. মায়াকানন (১৮৭৪): মাইকেল রচিত সর্বশেষ বিয়োগান্ত নাটক।
- **প্রহসন:** ১. বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ: বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন।
  ২. একেই কি বলে সভ্যতা: ইয়ং বেঙ্গলদের চরিত্র সংশোধনের অভিলাসে রচিত।

♦ **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়:** সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলাসাহিত্যের ১ম সার্থক ঔপন্যাসিক। তিনি ২৬জুন, ১৮৩৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি ১৮৫৮ সালে যশোরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং পরে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ৩৩ বছর চাকরি করে ১৮৯১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়ে ৮এপ্রিল ১৮৯৪ সালে পরলোক গমন করেন।

- **সাহিত্যকর্ম**
- **উপন্যাস:** ১. 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস।
  ২. কপালকুন্ডলা (১৮৬৬)- বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্সধর্মী উপন্যাস। 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ' এ উপন্যাসের বিখ্যাত সংলাপ।
  ৩. Rajmohon's Wife- এটি তার প্রথম উপন্যাস যা ইংরেজিতে রচিত। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত উপন্যাস হলো- মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), রজনী (১৮৭৭), আনন্দমঠ (১৮৮২), রাজসিংহ (১৮৮২), দেবী চৌধুরানী (১৮৮৪)
- **প্রবন্ধ:** কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫), লোকরহস্য (১৮৭৪), সাম্য (১৮৭৯), বিজ্ঞানরহস্য ইত্যাদি।

♦ **মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১)**

- মীর মশাররফ হোসেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য মুসলিম সাহিত্যিক নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক।
- জন্মস্থান- কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি উপজেলায়।
- প্রথম গ্রন্থ- রত্নবতী (১৮৬৯)।
- **সাহিত্যকর্ম:**

নাটক	বসন্তকুমারী ১৮৭৩ (বাংলা সাহিত্যে মুসলমান রচিত প্রথম নাটক), জমিদার দর্পণ (১৮৭৩), বেহুলা গীতাভিনয় (১৮৮৯)।
উপন্যাস	রত্নবতী (১৮৬৯), বিষাদ-সিন্ধু (১৮৮৫-৯১), উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০)।
প্রহসন	এর উপায় কী? (১৮৭৫), ভাই ভাই এইতো চাই, ফাঁস কাগজ।
কাব্য	গোড়াই বা গোরী সেতু ব্রিজ (১৮৭৩), মোসলেম বীরত্ব (১৯০৭)।
আত্মজীবনী	গাজী মিয়ার বস্তানী (১৮৯৯), আমার জীবনী (১৯১০), কুলসুম জীবনী (১৯১০)।

♦ **কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১):** কায়কোবাদ এর মূল নাম মোহাম্মদ কাজেম আল কোরেশী। তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম ছিল 'কায়কোবাদ'। কায়কোবাদ ১৮৫৭ সালে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৪ সালে 'মহাশ্মশান' মহাকাব্য রচনার মাধ্যমে তিনি মহাকবির মর্যাদা লাভ করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম মহাকবি এবং প্রথম মুসলিম সনেট রচয়িতা।

- উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম:

মহাকাব্য	মহাশ্মশান (১৯০৪)- পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ অবলম্বনে নির্মিত।
কাব্যগ্রন্থ	বিরহ বিলাপ (১৮৭০), কুসুম কানন (১৮৭৩), অশ্রুমালা (১৮৯৬), মহররম শরীফ (১৯৩৩)।
মৃত্যুর পর প্রকাশিত কাব্য	প্রেমের ফুল, প্রেমের বাণী, প্রেম-পারিজাত, মন্দাকিনী ধারা, গওছ পাকের প্রেমকুঞ্জ।
কবিতা	আযান, বিস্মৃতি-স্মৃতি।

♦ **প্রমথ চৌধুরী:** বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তক। প্রমথ চৌধুরী ৭ আগস্ট, ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈর্তৃক নিবাস পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার হরিপুর গ্রাম। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বাংলা গদ্যে চলিত রীতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি 'সবুজপত্র' (১৯১৪) ও 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বাংলা কাব্য সাহিত্যে তিনিই প্রথম ইতালীয় সনেটের প্রবর্তন করেন।

- **সাহিত্যকর্ম:**

১. প্রবন্ধ গ্রন্থ : তেল নুন লাকড়ি (১৯০৬), বীরবলের হালখাতা (বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতিতে লেখা প্রথম গ্রন্থ), আমাদের শিক্ষা, রায়তের কথা, নানা কথা, প্রবন্ধ সংগ্রহ।

২. গল্পগ্রন্থ : চার ইয়ারী কথা (১৯১৬), আহুতি, নীল লোহিত, গল্প সংগ্রহ।

৩. কাব্যগ্রন্থ : সনেট পঞ্চাশৎ (১৯১৩), পদচারণ (১৯১৯)।

♦ **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**

- বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা ৩১ ভাদ্র, ১২৮৩) হুগলীর দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক এবং ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি উপন্যাস লেখার জন্য খ্যাতি লাভ করেন।
- **সাহিত্যকর্ম**

১. **উপন্যাস :** শ্রীকান্ত: চার খন্ডে বিভক্ত 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীধর্মী উপন্যাস। এটি শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে বিবেচিত। ধারাবাহিকভাবে 'ভারতবর্ষ' ও 'বিচিত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে ১ম খণ্ড-১৯১৭, ২য় খণ্ড-১৯১৮, ৩য় খণ্ড-১৯২৭ ও ৪র্থ খণ্ড-১৯৩৩ সালে প্রকাশ পায়। উপন্যাসে লেখক 'শ্রী শ্রীকান্ত শর্মা' ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। উল্লেখযোগ্য চরিত্র: শ্রীকান্ত, রাজলক্ষ্মী, ইন্দ্রনাথ, অভয়া। উপন্যাসের 'ইন্দ্রনাথ' চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কিশোর চরিত্র।
বড়দিদি (১৯০৭-এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস), বিরাজ বৌ (১৯১৪), পল্লীসমাজ (১৯১৬), নিষ্কৃতি (১৯১৭), দেবদাস (১৯১৭), চরিত্রহীন, দত্তা, গৃহদাহ (ত্রিভুজ প্রেমের উপন্যাস), দেনাপাওনা (ষোড়শী নামে নাট্যায়িত), পথের দাবী (রাজনৈতিক উপন্যাস যা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়), বিপ্রদাশ, শেষপ্রশ্ন (১৯৩১), শেষের পরিচয় (এটি তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস), পরিণীতা, পণ্ডিত মশাই, বৈকুণ্ঠের উইল, বামুনের মেয়ে, নববিধান।

২. **ছোটগল্প** : কাশীনাথ (১৯১৭), মন্দির, মহেশ, বিলাসী, সতী, মেজদিদি।
৩. **প্রবন্ধ** : নারীর মূল্য (অনিলা দেবী ছদ্মনামে রচনা করেন), তরুণের বিদ্রোহ (১৯২৯)।
৪. **নাটক** : ষোড়শী (১৯২৯), রমা (১৯২৮), বিজয়া (১৯৩৫)।

♦ **বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন:** বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারীবাদী লেখিকা ও মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ৯ ডিসেম্বর, ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- জহিরুদ্দীন মুহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের। বাংলাদেশের নারী শিক্ষার প্রসারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

• **সাহিত্যকর্ম:**
১. **উপন্যাস** : পদ্মরাগ (১৯২৪), Sultana's Dream (এটি ইংরেজিতে লেখা)।
২. **গদ্যগ্রন্থ** : মতিচূর (১ম খণ্ড-১৯০৪, ২য় খণ্ড-১৯২২), অবরোধবাসিনী (১৯৩১)।

♦ **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ:** ভাষাতত্ত্ববিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১০ জুলাই, ১৮৮৫ খ্রিস্টব্দে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত গবেষণার জন্য তাঁর নাম এদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যুজ্জ্বল হয়ে আছে। সে জন্য তাঁকে 'জ্ঞানতাপস' অভিধায় অভিহিত করা হয়। তিনি ১৩ জুলাই, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

• **সাহিত্যকর্ম:**
১. **গবেষণামূলক গ্রন্থ** : বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (১৯৬৫): এটি বাংলা ভাষার প্রথম আঞ্চলিক অভিধান, Buddhist Mystic Song (1960): এটি 'চর্যাপদ' বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ, ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা সাহিত্যের কথা (১ম খণ্ড-১৯৫৩, ২য় খণ্ড-১৯৬৫), বাংলা ব্যাকরণ (১৯৫৮), বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৬৫)।
২. **প্রবন্ধ** : ইকবাল, Essays on Islam, আমাদের সমস্যা, Traditional Culture in East Pakistan।
৩. **অনুবাদ গ্রন্থ** : মহানবী (১৯৪০), বাণী শিকওয়াহ (১৯৪২), জওয়াব-ই-শিকওয়াহ (১৯৪২), বাইঅতনামা, মহররম শরীফ।
৪. **গল্পগ্রন্থ** : রকমারি (১৯৩১)।

♦ **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০):** প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর ভারতের চব্বিশ পরগণার মুরারিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচনায় প্রকৃতির সৌন্দর্য ও গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবনের সতেজ চিত্র পাওয়া যায়।

• **সাহিত্যকর্ম:**
১. **উপন্যাস** : পথের পাঁচালী (এটি তাঁর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, রচনাকাল-১৯২৯), অপরাজিত (১৯৩১), দৃষ্টিপ্রদীপ, আরণ্যক (১৯৩৮), আদর্শ হিন্দু হোটেল (১৯৪০), অনুবর্তন, দেবযান (১৯৪৪), অশনি সংকেত, চাঁদের পাহাড় (রোমাঞ্চকর এই উপন্যাসটিতে শংকর নামক ভারতবর্ষের সাধারণ এক তরুণের আফ্রিকা মহাদেশ জয় করার কাহিনী রচিত হয়েছে), ইছামতি (১৯৪৯-ইছামতি নদীর তীরবর্তী গ্রামে প্রচলিত সংস্কার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারী জাগরণ), নীলচাষের প্রতিবাদ, নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবনকথা এ উপন্যাসের আলেখ্য। 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজেয়', 'দেবযান'-এই তিনটি তার ত্রয়ী উপন্যাস।
২. **ছোটগল্প** : মেঘমল্লার (১৯৩১), মৌরীফুল, যাত্রাবদল, কিন্নরদল।
৩. **আত্মজীবনী** : তৃণাঙ্কুর (১৯৪৩)।

♦ **তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১):** তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩ আগস্ট, ১৮৯৮ সালে বীরভূমের জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোতে রাঢ় অঞ্চলের গ্রামীণ জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় মানব চরিত্রের নানান জটিলতা ও নিগূঢ় রহস্য নিপুণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

• **সাহিত্যকর্ম:**
উপন্যাস: চৈতালি ঘূর্ণি (এটি তাঁর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস), ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, কবি, আরোগ্য নিকেতন, অরণ্যবহ্নি, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৪৭), ১৯৭১ ('সুতপার তপস্যা' ও 'একটি কালো মেয়ের কথা' নামক দুটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস, ১৯৭২ সালে এক মলাটে '১৯৭১' নামে ছাপা হয়েছে। 'একটি কালো মেয়ের কথা'র প্রধান চরিত্র-নাজমা)।

♦ **জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪):** রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯ সালে বরিশালের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা কুসুমকুমারী দাসও একজন কবি ছিলেন। জীবনানন্দের রচনায় গ্রামবাংলার ঐতিহ্যময় প্রকৃতি কাব্যময় হয়ে উঠেছে। তাঁর উপর গবেষণা করে ইংরেজি ভাষায় গ্রন্থ লিখেছেন- ক্লিনটন বি. সিলি। তিনি ১৪ অক্টোবর, ১৯৫৪ সালে বালিগঞ্জ ট্রামের নিচে পড়ে আহত হন, পরে ২২ অক্টোবর, ১৯৫৪ সালে মারা যান।

• **সাহিত্যকর্ম:**
১. **কাব্যগ্রন্থ** : ঝরাপালক (এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য), ধূসর পাণ্ডুলিপি (বিখ্যাত কবিতা-মৃত্যুর আগে), বনলতা সেন (১৯৪২), রূপসী বাংলা ('আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এ বাংলায়' এ কাব্যের বিখ্যাত পঙক্তি), মহাপৃথিবী (১৯৪৪), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮), বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)।
২. **উপন্যাস** : মাল্যবান (১৯৭৩), সতীর্থ (১৯৭৪), কল্যাণী (১৯৯৯)।
৩. **প্রবন্ধ** : কবিতার কথা।
• **উপাধি** : রূপসী বাংলার কবি, ধূসরতার কবি, তিমির হননের কবি, নির্জনতার কবি, চিত্ররূপময় কবি (রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতা পাঠ করে বলেছেন 'চিত্ররূপময় কবিতা'; বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দকে 'নির্জনতম কবি' এবং অন্নদাশঙ্কর রায় 'শুদ্ধতম কবি' বলে আখ্যায়িত করেন)।

♦ **জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬):** পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন ১ জানুয়ারি ১৯০৩ সালে ফরিদপুরের তাম্বুলখানা গ্রামে (মাতুলালয়) জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার গ্রামীণ জীবনের আবহ, সহজ সরল প্রাকৃতিক রূপ উপযুক্ত শব্দ ও উপমার মাধ্যমে তাঁর কাব্যে অনন্যসাধারণ মাত্রায় মূর্ত হয়ে উঠে।

• **সাহিত্যকর্ম:**

১. **কাব্যগ্রন্থ: রাখালী (৯২৭)** : এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। এ কাব্যের ১৮টি কবিতার মধ্যে অন্যতম কবিতা-কবর। এটি কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবর কবিতায় ১১৮টি লাইন আছে এবং এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

নকশী কাঁথার মাঠ (১৯২৯) : এটি কবির শ্রেষ্ঠ কাহিনীকাব্য এবং গাঁথাকাব্য। E.M. Millford এটিকে Field of the Embroidery Quilt নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪) : এ কাহিনীকাব্য/গাঁথাকাব্যটি ইউনেস্কোর উদ্যোগে 'Gypsy Whart' (১৯৬৯) নামে অনূদিত হয়।

অন্যান্য : এক পয়সার বাঁশি (বিখ্যাত কবিতা-আসমানী), বালুচর, মাটির কান্না।

২. **নাটক** : বেদের মেয়ে (গীতিনাট্য), পদ্মপাড়, মধুমালা, পল্লীবধূ।

৩. **উপন্যাস** : বোবাকাহিনী (১৯৬৪) ও বউটুবানির ফুল (১৯৯০)।

৪. **ভ্রমণকাহিনী** : চলে মুসাফির, হলদে পরীর দেশ, যে দেশে মানুষ বড় (১৯৬৮)।

৫. **শিশুতোষ গ্রন্থ** : হাসু (১৯৩৮), এক পয়সার বাঁশি, ডালিমকুমার।

৬. **গল্পগ্রন্থ** : বাঙ্গালির হাসির গল্প (ইউনেস্কোর উদ্যোগে 'Folk tales of Bangladesh' নামে অনূদিত হয়)।

৭. **গানের সংকলন** : রঙ্গিলা নায়ের মাঝি, গাঙ্গের পাড়, জারিগান।

৮. **উল্লেখযোগ্য কবিতা** : কবর, পল্লীজননী, রাখাল ছেলে, আসমানি, নিমন্ত্রণ, চাষার ছেলে মুসাফির।

♦ **সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪):** বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রম্য রচয়িতা সৈয়দ মুজতবা আলী। কাজী নজরুল ইসলামের পর সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহার করতেন তিনি।

• **সাহিত্যকর্ম:**

১. **ভ্রমণকাহিনী** : দেশে-বিদেশে (এটি তাঁর প্রথম গ্রন্থ। এতে কাবুল শহরের কাহিনী স্থান পেয়েছে। 'দেশে বিদেশে'র অংশ বিশেষ নিয়ে 'প্রবাস বন্ধু' ও 'গন্তব্য কাবুল' নামে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির বাংলা বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে), জলে ডাঙ্গায়।

২. **উপন্যাস** : অবিশ্বাস্য, শবনম (১৯৬০), শহর-ইয়ার, তুলনাহীন।

৩. **রম্যরচনা** : পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠী, বড়বাবু।

৪. **ছোটগল্প** : চাচা কাহিনী (তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থ), টুনিমেম, রসগোল্লা, পাদটীকা, রাজা উজির, ধূপছায়া।

♦ **বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪):** ত্রিশ দশকের কবি খ্যাত বুদ্ধদেব বসু ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পর সব্যসাচী লেখক। কাব্যধর্মী উপন্যাস রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

• **সাহিত্যকর্ম:**

১. **উপন্যাস** : একদা তুমি প্রিয়ে, তিথিডোর (১৯৪৯), সাড়া, সানন্দা, নীলাঞ্জনের খাতা, গোলাপ কেন কালো।

২. **কাব্যগ্রন্থ** : কঙ্কাবতী (১৯৩৭), মর্মবাণী, বন্দীর বন্দনা, স্বাগত বিদায়।

৩. **নাটক** : মায়া-মালঞ্চ, তপস্বী ও তরঙ্গিনী, কলকাতার ইলেক্ট্রা ও সত্যসন্ধ।

৪. **প্রবন্ধ** : হঠাৎ আলোর ঝলকানি, কালের পুতুল, সাহিত্যচর্চা, স্বদেশ ও সংস্কৃতি (১৯৫৭)।

৫. **ভ্রমণকাহিনী** : সব পেয়েছির দেশে, দেশান্তর।

♦ **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬):** মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯ মে, ১৯০৮ সালে বিহারের সাঁওতাল পরগণার দুমকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃপ্রদত্ত নাম- প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর জীবনের প্রথমভাগে তিনি ফ্রয়েডীয়, পরবর্তীতে মার্কসিজম মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। লেখালেখিই ছিল তাঁর প্রধান পেশা ও নেশা। এজন্য তিনি নিজেকে 'কলম পেশা মজুর' বলতেন। তিনি ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৬ সালে মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

• **সাহিত্যকর্ম:**

১. **উপন্যাস** : জননী (এটি তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস), পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬), দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬) [উপন্যাসের পটভূমি বাংলাদেশের বিক্রমপুর-ফরিদপুর অঞ্চল। পদ্মার ভাঙন প্রবণতা ও প্রলয়ঙ্করী স্বভাবের কারণে একে বলা হয় কীর্তিনাশা। উপন্যাসটিতে এ নদীর তীর সংলগ্ন এলাকার কয়েকটি গ্রামের দীন-দরিদ্র মাঝি ও জেলেদের জীবনের সুখ, দুঃখ, হাসি-কান্না, অভাব-অভিযোগ– যা কিনা প্রকৃতিগতভাবে সেই জীবনধারায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তা বিশ্বস্ততার সাথে চিহ্নিত হয়েছে। চরিত্র: কুবের, কপিলা, মালা, হোসেন মিয়া], অহিংসা, আরোগ্য, চিহ্ন, চতুষ্কোন, শহরতলী।

২. **গল্পগ্রন্থ** : অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (বাংলা ১৩৩৫), প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ, সমুদ্রের স্বাদ, ভেজাল, ফেরিওয়ালা, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, আত্মহত্যার অধিকার, আজকাল পরশুর গল্প।

৩. **প্রবন্ধ** : লেখকের কথা (১৯৫৭)।

৪. **নাটক** : ভিটেমাটি (১৯৪৬)।

♦ **সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭):** কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৫ আগস্ট, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার কালীঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস গোপালগঞ্জের কৌটালীপাড়ায়। তিনি বাংলা সাহিত্যের মার্কসবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী এবং প্রগতিশীল চেতনার অধিকারী তরুণ কবি। ১৯৪৭ সালের ১৩ই মে মাত্র ২০ বছর ৯ মাস (২১ বছর) বয়সে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

- **সাহিত্যকর্ম:**

১. **কাব্যগ্রন্থ** : ছাড়পত্র (কবির মৃত্যুর ৩ মাস পরে ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। অনাচার ও বৈষম্যের প্রতিবাদ এ কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু), ঘুম নেই, পূর্বাভাস, মিঠেকড়া, অভিযান, হরতাল (১৯৬২), গীতিগুচ্ছ।

২. **অন্যতম কবিতা:** ছাড়পত্র, আঠারো বছর বয়স, রানার।

৩. **সংকলন** : আকাল (১৯৪৩) [পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে লেখা]।

♦ **গুরুত্বপূর্ণ উক্তিসমূহ:**

- **মাইকেল মধুসূদন দত্ত:**

১. হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ পরদেশে,
ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি। (বঙ্গভাষা)

২. ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি। (বঙ্গভাষা)

৩. কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন। (বঙ্গভাষা)

- **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়:**

১. কিন্তু মানুষ্য কখনো পাষাণ হয় না। (রাজসিংহ)

২. তুমি অধম, তাই বলে আমি উত্তম হব না কেন? (কপালকুণ্ডলা)

৩. পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ? (কপালকুণ্ডলা)

- **মীর মশাররফ হোসেন:** মাতৃভাষার যাহার ভক্তি নাই সে মানুষ নহে।
- **প্রমথ চৌধুরী:** ১. সুশিক্ষিত লেকা মাত্রই স্বশিক্ষিত।
২. ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে, উল্টোটা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে।
- **জীবনানন্দ দাস:** ১. পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন। (বনলতা সেন)
২. বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি,
তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর। (বাংলার মুখ)
৩. সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি। (আকাশনীলা)
৪. আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে। (আবার আসিব ফিরে)
৫. চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা। (বনলতা সেন)
৬. সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে। (সেইদিন এই মাঠ)
৭. কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে। (হায় চিল)
- **জসীমউদ্দীন:** ১. এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙ্গে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক। (কবর)
২. যে মোরে করিল পথের বিবাগী,
পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি। (প্রতিদান)
৩. বাপের বাড়িতে যাইবার কাল কহিত ধরিয়া পা
আমারে দেখিতে যাইও কিন্তু উজান-তলীর গাঁ। (কবর)
- **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়:** ১. আমারে নিবা মাঝি লগে। (পদ্মা নদীর মাঝি)
২. ঈশ্বর থাকেন ঐ গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে– এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। (পদ্মা নদীর মাঝি)
- **সুকান্ত ভট্টাচার্য:** ১. এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। (ছাড়পত্র)
২. ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

♦ **বিখ্যাত সাহিত্যিকদের প্রকৃত নাম ও ছদ্মনাম:**

প্রকৃত নাম	ছদ্মনাম	প্রকৃত নাম	ছদ্মনাম
আবু নঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	শহীদুল্লা কায়সার	মীর মশাররফ হোসেন	গাজী মিয়া
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	নীহারিকা দেবী	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়	বনফুল
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	মঞ্জু (ডাকনাম)	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ক্বচিতপ্রৌঢ়
কাজী নজরুল ইসলাম	ধূমকেতু, দুখু মিয়া, নুরু	আবুল কালাম শামসুদ্দীন	শামসুদ্দীন আবুল কালাম
কামদারঞ্জন রায়	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	আবু আবদাল মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ	জহির রায়হান

প্রকৃত নাম	ছদ্মনাম	প্রকৃত নাম	ছদ্মনাম
প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	পঞ্চানন
মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী	কায়কোবাদ	আলাউদ্দিন আল আজাদ	বাদশা (ডাকনাম)
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	Timothy Penpoem
আবদুল মান্নান সৈয়দ	অশোক সৈয়দ	অন্নদাশঙ্কর রায়	লীলাময় রায়
গন্ধর্ব নারায়ণ	দীনবন্ধু মিত্র	জীবনানন্দ দাশ	শ্রী, কালপুরুষ
প্রমথ চৌধুরী	বীরবল	রোকনুজ্জামান খান	দাদাভাই
সমরেশ বসু	কালকূট	মনিরুজ্জামান	হায়াৎ মামুদ
অজিত দত্ত	রৈবতক	কামিনি রায়	জনৈক বঙ্গমহিলা
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	নীললোহিত	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	বঙ্গের রঙ্গ দর্শক
বিমল ঘোষ	মৌমাছি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভানুসিংহ ঠাকুর
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অনিলা দেবী	বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	যাযাবর
প্যারীচাঁদ মিত্র	টেকচাঁদ ঠাকুর	রামমোহন রায়	শিবপ্রসাদ রায়
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	অশীতিপর শর্মা	সৈয়দ মুজতবা আলী	মুসাফির, সত্যপীর
রাজশেখর বসু	পরশুরাম	কালীপ্রসন্ন সিংহ	হুতোম প্যাঁচা
চারুচন্দ্র চক্রবর্তী	জরাসন্ধ	জসীমউদদীন	তুজাম্বর আলি
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	সুনন্দ	শেখ আজিজুর রহমান	শওকত ওসমান
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	আবু শরিয়া	মধুসূদন মজুমদার	দৃষ্টিহীন
মুকুন্দ দাস	চারণকবি	বিহারীলাল চক্রবর্তী	ভোরের পাখি

বিগত বছরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. কোনটি অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ? [বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (সহকারী ব্যবস্থাপক-জেনারেল) ২০১৭]
ক. অনুগমন খ. অনুমান গ. অজ্ঞান ঘ. অকৃতজ্ঞ উ: ক

২. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যতিচিহ্নগুলোর কতটি শেষে বসে? [বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (সহকারী ব্যবস্থাপক-জেনারেল) ২০১১]
ক. ১ খ. ২ গ. ৩ ঘ. ৪ উ: গ

৩. 'মহানবী' কোন সমাস? [বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (হিসাব সহকারী) ২০১৯]
ক. দ্বিগু খ. তৎপুরুষ গ. বহুব্রীহি ঘ. কর্মধারয় উ: ঘ

৪. বাংলা ভাষায় যতিচিহ্ন মোট কয়টি? [তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (সহকারী ব্যবস্থাপক-হিসাব) ২০১৮]
ক. ১৪টি খ. ৯টি গ. ১০টি ঘ. ১২টি উ: ক

৫. সম্বোধনের পর কোন চিহ্ন বসে? [তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কো. লি. (টেকনিশিয়ান/ইলেক্ট্রিশিয়ান/ড্রাফটম্যান)-২০২৩]
ক. দাঁড়ি খ. কমা গ. কোন চিহ্ন নয় ঘ. সেমিকোলন উ: খ

৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে কোনটি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর লেখা? [26th & 37th BCS, NSI (ফিল্ড অফিসার)-১৭]
ক. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য খ. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঘ. বাংলা সাহিত্যের কথা উ: ঘ

৭. 'বাংলার ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ' গ্রন্থের রচয়িতার নাম- [১৪তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন-১৭]
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. বিদ্যাপতি গ. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উ: গ

৮. বাংলা একাডেমির 'আঞ্চলিক অভিধান' সম্পাদনা কে করেন? [২৪তম বিসিএস, প্রশাসনিক কর্মকর্তা (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-০৬]
ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. মুহম্মদ এনামুল হক গ. মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন ঘ. মুহম্মদ আবদুল হাই উ: ক

৯. 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' কার রচনা? [২৪তম ও ২১তম বিসিএস, মেট্রোপলিটন সার্কের নিয়োগ-১৬]
ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. মুহম্মদ আবদুল হাই গ. মুনীর চৌধুরী ঘ. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী উ: ক

১০. কোনটি জসীমউদ্‌দীনের রচনা? [৩৮তম বিসিএস]
ক. গাজী মিয়ার বস্তানী খ. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা গ. ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান ঘ. ঠাকুরবাড়ির আঙিনা উ: ঘ

১১. জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতা কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়? [২৫তম বিসিএস]
ক. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা খ. ধূমকেতু গ. কল্লোল ঘ. কালি ও কলম উ: গ

১২. কবি জসীমউদদীনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [২৪তম বিসিএস, থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার-১৬, সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রবেশন অফিসার-১৩, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক-১৩, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১০]
ক. রাখালী খ. বালুচর গ. নকশী কাঁথার মাঠ ঘ. সোজন বাদিয়ার ঘাট উ: ক

১৩. 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' এর রচয়িতা কে? [জুনিয়র অডিটর (সিএজিডিএফ)-১৪, বিজেএস-০৭]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. কায়কোবাদ গ. শামসুর রাহমান ঘ. জসীমউদদীন উ: ঘ

১৪. জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত? [বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১৭]
ক. রাখালী খ. সোজন বাদিয়ার ঘাট গ. বালুচর ঘ. ধানক্ষেত উ: ক

১৫. 'The Field of the Embroidered Quilt' কাব্যটি কবি জসীমউদ্‌দীনের কোন কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ? [প্রযোজক বিটিভি-০৬]
ক. সোজনবাদিয়ার ঘাট খ. রঙিলা নায়ের মাঝি গ. নকশী কাঁথার মাঠ ঘ. রাখালী উ: গ

১৬. 'বেদের মেয়ে' গীতিনাট্য কে লিখেছেন? [কারা তত্ত্বাবধায়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-১০, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১০]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. জসীমউদ্‌দীন গ. ড. নীলিমা ইব্রাহীম ঘ. সাঈদ আহম্মদ উ: খ

১৭. 'জালি লাউয়ের ডগার মত বাহু দু'খান সরু'-কার সম্বন্ধে বলা হয়েছে? [থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার-১০]
ক. সাজু খ. দুলি গ. রূপাই ঘ. সোজন উ: গ

১৮. 'বাঁশরি আমার হারিয়ে গেছে বালুর চরে, কেমনে পশিব গোধন লইয়া গোয়াল ঘরে।'-এটি কোন কবির রচনা? [ICT বিভাগে সহ. প্রোগ্রামার-১৭]
ক. কবি গোবিন্দ চন্দ্র দাস খ. কবি ইদ্রিস আলী গ. কবি নজরুল ইসলাম ঘ. কবি জসীমউদ্‌দীন উ: ঘ

১৯. বাংলা সাহিত্যের একজন আধুনিক কবি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে 'এডগার অ্যালান পো' বিরচিত 'টু হেলেন' কবিতা থেকে নিম্নের কোন কবিতাটি রচনা করেন? [থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার-০৪]
ক. জন্মই আমার আজন্ম পাপ খ. প্রেমাংশুর রক্ত চাই গ. নোলক ঘ. বনলতা সেন উ: ঘ

২০. কোনটি জীবনানন্দ দাশের কাব্য নয়? [সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর-১৭, পরিদর্শক-১৩]
ক. ধূসের পাণ্ডুলিপি খ. ঝরা পালক গ. বেলা শেষের গান ঘ. মহা পৃথিবী উ: গ

২১. 'পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন' নীড় শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [১৩তম প্রভাষক নিবন্ধন-১৬]
ক. নান্দনিক খ. আশ্রয় গ. রহস্যময় ঘ. পাখির বাসা উ: ক

২২. "..... কে হায় হৃদয় খুড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে।" কবিতাংশটি কোন কবির রচনা? [তথ্য মন্ত্রণালয়ের টেলিভিশন প্রকৌশলী-০৪]
ক. বিষ্ণু দে খ. জীবনানন্দ দাশ গ. যতীন্দ্রমোহন বাগচী ঘ. কামিনী রায় উ: খ

২৩. কোন দুটি জীবনানন্দ দাশ রচিত কাব্যগ্রন্থ? [বাংলাদেশ রেলওয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-১৬]
ক. বেলা অবেলা কালবেলা ও ধূসর পাণ্ডুলিপি খ. বনলতা সেন ও উত্তর ফাল্গুনী
গ. ঝরা পালক ও রাখালী ঘ. ছাড়পত্র ও বনলতা সেন উ: ক

২৪. কার কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' বলা হয়েছে? [সহকারী আবহাওয়াবিদ-০৭]
ক. জীবনানন্দ দাশ খ. বুদ্ধদেব বসু গ. প্রেমেন্দ্র মিত্র ঘ. বিষ্ণু দে উ: ক

২৫. জীবনানন্দ দাশকে 'নির্জনতার কবি' বলে আখ্যায়িত করেন কে? [৩৯তম বিসিএস]
ক. বুদ্ধদেব বসু খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. সৈয়দ শামসুল হক ঘ. বিষ্ণু দে উ: ক

২৬. নিচের কোন গ্রন্থটি উপন্যাস নয়? [৩৬তম বিসিএস, উপজেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা-০৭]
ক. দিবারাত্রির কাব্য খ. হাসুলী বাঁকের উপকথা গ. কবিতার কথা ঘ. পথের পাঁচালী উ: গ

২৭. 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়'-কে রচনা করেন এই কাব্যাংশ? [৪৩তম বিসিএস]
ক. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত খ. প্রেমেন্দ্র মিত্র গ. সমর সেন ঘ. জীবনানন্দ দাশ উ: ঘ

২৮. জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধগ্রন্থ কোনটি? [২৮তম বিসিএস]
ক. ধূসর পাণ্ডুলিপি খ. কবিতার কথা গ. ঝরা পালকের কবি ঘ. দুর্দিনের যাত্রী উ: খ

২৯. কোনটি কাব্যগ্রন্থ? [২১তম বিসিএস, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা-১৫]
ক. কবিতা খ. কাব্য পরিক্রমা গ. কয়েকটি কবিতা ঘ. বাঙলার কাব্য উ: গ

৩০. জীবনানন্দ দাশের রচিত কাব্যগ্রন্থ- [১৩তম বিসিএস, সহকারী অফিসার (কর্মসংস্থান ব্যাংক)-০১]
ক. ধূসর পাণ্ডুলিপি খ. নিরলোকে দিব্যরথ গ. একক সন্ধ্যায় বসন্ত ঘ. উত্তর ফাল্গুনী উ: ক

৩১. রূপসী বাংলার কবি কে? [১২তম বিসিএস, পিএসসি এর সহকারী পরিচালক-১৬, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাব রেজিস্ট্রার-১৬, উপজেলা/থানা একাডেমিক সুপারভাইজার-১৫]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. জসীমউদ্‌দীন উ: গ

৩২. 'আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে এই বাংলায়'-এই লাইনটি কোন কবির কবিতায় পাওয়া যায়- [বিজেএস-১১, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-১৭, রেজিস্টার্ড প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১১]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. প্রেমেন্দ্র মিত্র গ. বুদ্ধদেব বসু ঘ. জীবনানন্দ দাশ উ: ঘ

৩৩. 'সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে'- কবিতাংশটি কার লেখা? [পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক-১৮]
ক. জীবনানন্দ দাশ খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. আল মাহমুদ উ: ক

৩৪. 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই নো আর'-কার লেখা? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৪]
ক. জীবনানন্দ দাশ খ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ. জসীমউদ্‌দীন ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: ক

৩৫. কোন গ্রন্থটি সুকান্ত ভট্টাচার্য কর্তৃক রচিত? [৩৩তম বিসিএস]
ক. হরতাল খ. পালাবদল গ. উত্তীর্ণ পঞ্চাশে ঘ. অনিষ্ট সম্পর্ক উ: ক

৩৬. 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' কাব্যগ্রন্থের কবি কে? [৪৩তম বিসিএস]
ক. রফিক আজাদ খ. শঙ্খ ঘোষ গ. শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঘ. শামসুর রাহমান উ: খ

৩৭. 'রানার' কবিতাটির রচয়িতা কে? [মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস স্টোরম্যান-১৮]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. যতীন্দ্রমোহন বাগচী গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ. বন্দে আলী মিয়া উ: গ

৩৮. সুকান্ত ভট্টাচার্য মৃত্যুবরণ করেন মাত্র- [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাইফার কর্মকর্তা-১৭]
ক. ১৮ বছর বয়সে খ. ২০ বছর বয়সে গ. ২১ বছর বয়সে ঘ. ২২ বছর বয়সে উ: গ

৩৯. 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়' চরণটির রচয়িতা কে? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ইন্সট্রাক্টর-১৮]
ক. সুদীপ্ত নারায়ণ চক্রবর্তী খ. বিক্রমসেন গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ. সুকান্ত রায় উ: গ

৪০. 'এই বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি'-পঙক্তিটির রচয়িতা কে? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৮, সহকারী জজ-১০]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. সৈয়দ শামসুল হক গ. জীবনানন্দ দাস ঘ. সুকান্ত ভট্টাচার্য উ: ঘ

৪১. 'ছাড়পত্র' গ্রন্থটি কার রচনা? [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মিডওয়াইফ-১৭, সহকারী তথ্য অফিসার-১৩, সহকারী পরিচালক (পাসপোর্ট অ্যান্ড ইমিগ্রেশন)-০৭]
ক. সুভাষ মুখোপাধ্যায় খ. সুকান্ত ভট্টাচার্য গ. জসীমউদ্‌দীন ঘ. বন্দে আলী মিয়া উ: খ

৪২. 'জ্বলে পুড়ে-মরে ছারখার তবু মাথা নোয়াবার নয়'- কার রচনা? [পিএসসির সহকারী সচিব-০৫]
ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য খ. সৈয়দ শামসুল গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. আল মাহমুদ উ: ক

৪৩. 'গণদেবতা' উপ্যনাস কার লেখা? [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-০৬]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গ. অন্নদাশঙ্কর রায় ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উ: খ

৪৪. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই এই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি উপন্যাস রচনা করেছেন, যা ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির নাম কী? [৪১তম বিসিএস]
ক. চৈতালী ঘূর্ণি খ. রক্তের অক্ষর গ. বায়ান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি ঘ. ১৯৭১ উ: ঘ

৪৫. 'ডাকহরকরা' গল্পটির রচয়িতা কে? [পোস্টমাস্টার জেনারেল (পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম)-১৬]
ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উ: ঘ

৪৬. 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' কার লেখা? [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক-১২, সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), বিসিআইসি-১১]
ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উ: গ

৪৭. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাস কোনগুলো?
ক. ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম খ. ধাত্রীদেবতা, কবি, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা
গ. জলসাঘর, কবি, পঞ্চগ্রাম ঘ. ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা, জলসাঘর উ: ক

৪৮. 'ভিখু' ও 'পাঁচী' চরিত্র দুটি পাওয়া যায় কার রচনায়? [রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী-১৭]
ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ. হুমায়ুন আহমেদ ঘ. আলাউদ্দিন আল আজাদ উ: খ

৪৯. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র- [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-১৭]
ক. শশী খ. হেরম্ব গ. কুবের ঘ. গনেশ উ: গ

৫০. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে অংকিত হয়েছে- [বাংলাদেশ রেলওয়ে উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-১৬]
ক. কৃষক জীবন খ. ধীবর জীবন গ. বৈশ্য জীবন ঘ. নারীর জীবন উ: খ

৫১. জসীমউদ্‌দীনের নাটক- [৩৬তম বিসিএস, পরিবেশ অধিদপ্তর ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট-২০, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৮, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও ড্রাফটম্যান/সিভিল-১৮]
ক. রাখালী খ. মাটির কান্না গ. বেদের মেয়ে ঘ. বোবা কাহিনী উ: গ

৫২. তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মেছিলেন কোন কবি? [৩১তম বিসিএস]
ক. জসীমউদ্‌দীন খ. ফররুখ আহমদ গ. আবুল হাসান ঘ. শহীদ কাদরী উ: ক

৫৩. 'দিবারাত্রির কাব্য' কোন ধরনের রচনা? [প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের PTI Instructor-১৬]
ক. ভ্রমণ কাহিনী খ. উপন্যাস গ. রম্যরচনা ঘ. নাটক উ: খ

৫৪. 'কুবের ও ধনঞ্জয়' কোন উপন্যাসের চরিত্র?
ক. পদ্মানদীর মাঝি খ. পোকামাকড়ের ঘরবসতি গ. হাঙর নদী গ্রেনেড ঘ. হাঁসুলি বাঁকের উপকথা উ: ক

৫৫. 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের রচয়িতা কে? [উপসহকারী প্রকৌশলী ও ড্রাফটম্যান/সিভিল-১৮, টেলিভিশন প্রকৌশলী- ১১]
ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গ. আবু জাফর শামসুদ্দীন ঘ. শওকত ওসমান উ: ক

৫৬. 'পদ্মা নদীর মাঝি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি- [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১০]
ক. উপন্যাস খ. ভ্রমণ কাহিনী গ. রম্য রচনা ঘ. মাছ ধরার কাহিনী উ: ক

৫৭. 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটি কার লেখা? [সরকারি মাধ্যমিক সহ. শিক্ষক-১৯, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৮, সার্কেল এডজুটেন্ট (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-১০]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ. সৌরিন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় ঘ. জহির রায়হান উ: খ

৫৮. শশী ও কুমুদ বাংলা সাহিত্যের কোন বিখ্যাত উপন্যাসের দুটি চরিত্র? [বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার-১৫]
ক. গোরা খ. পুতুল নাচের ইতিকথা গ. কবি ঘ. উত্তম পুরুষ উ: খ

৫৯. 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গ্রন্থটির রচয়িতা- [সরকারি মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক-১১, সড়ক ও জনপথ প্রকৌশলী-১০]
ক. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উ: গ

৬০. 'আত্মহত্যা অধিকার' কার লেখা? [সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) বিসিআইসি-১১]
ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: খ

৬১. 'কল্লোল' পত্রিকা কত সালে প্রকাশিত হয়? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৮]
ক. ১৯২৩ খ. ১৯৩২ গ. ১৯৩৩ ঘ. ১৯৩০ উ: ক

৬২. বুদ্ধদেব বসু কোন দশকের কবি হিসেবে খ্যাত? [প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সংস্থাপন মন্ত্রণালয়)-০৭]
ক. ত্রিশ দশকের খ. পঞ্চাশ দশকের গ. ষাট দশকের ঘ. চল্লিশ দশকের উ: ক

৬৩. 'তিথিডোর' গ্রন্থের রচয়িতা- [সহকারী পরিচালক (জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো)-১২, সহকারী পরিচালক (প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়)-১২]
ক. বিহারীলাল চক্রবর্তী খ. বিষ্ণু দে গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. বুদ্ধদেব বসু উ: ঘ

৬৪. বুদ্ধদেব বসুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. মর্মবাণী খ. কঙ্কাবতী গ. বন্দীর বন্দনা ঘ. দ্রৌপদীর শাড়ি উ: ক

৬৫. 'দ্রৌপদীর শাড়ী' কাব্যটির রচয়িতা কে?
ক. ফররুখ আহমদ খ. গোলাম মোস্তফা গ. বিষ্ণু দে ঘ. বুদ্ধদেব বসু উ: ঘ

৬৬. হঠাৎ আলোর ঝলকানি কোন জাতীয় রচনা? [উপজেলা/থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার-০৫]
ক. কাব্যগ্রন্থ খ. গল্পগ্রন্থ গ. উপন্যাস ঘ. প্রবন্ধগ্রন্থ উ: ঘ

৬৭. 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটকটির রচয়িতা কে?
ক. শাহাদাৎ হোসেন খ. ইবরাহীম খাঁ গ. বুদ্ধদেব বসু ঘ. মুনীর চৌধুরী উ: গ

৬৮. 'পদ্মানদীর মাঝি' কার উপন্যাস? [ডাক অধিদপ্তরের বিল্ডিং ওভারশিয়ার-১৮, সরকারি মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক-১১]
ক. বুদ্ধদেব বসু খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উ: খ

৬৯. 'দিবারাত্রির কাব্য' কার লেখা উপন্যাস? [৩২তম বিসিএস, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৮, পরিসংখ্যান ব্যুরোর অফিসার-১৪]
ক. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গ. ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উ: ঘ

৭০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের উপজীব্য- [১৩তম বিসিএস, সহ পরিচালক (পাসপোর্ট অ্যান্ড ইমিগ্রেশন)-০০]
ক. মাঝিমাল্লার সংগ্রামশীল জীবন খ. চাষী জীবনের করুণচিত্র গ. জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ ঘ. চরবাসীদের দুঃখী জীবন উ: গ

৭১. 'চাঁদের পাহাড়' কার রচনা? [পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিক-১৮]
ক. জীবনানন্দ দাস খ. আল মাহমুদ গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. অবধুত উ: গ

৭২. পথের পাঁচালী গ্রন্থের রচয়িতা কে? [বাংলাদেশ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের টেকনিশিয়ান-১৭, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-১২]
ক. রাজশেখর বসু খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. জীবনানন্দ দাশ উ: গ

৭৩. 'অপু' কোন উপন্যাসের চরিত্র- [বিজেএস-১১]
ক. দিবারাত্রির কাব্য খ. পথের পাঁচালী গ. বোবা কাহিনী ঘ. নৌকাডুবি উ: খ

৭৪. 'আরণ্যক' কার রচনা? [উপসহকারী প্রকৌশলী, সিভিল (গণপূর্ত অধিদপ্তর)-১১]
ক. বুদ্ধদেব বসু খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উ: ঘ

৭৫. 'অপরাজিত' উপন্যাসের লেখক- [প্রাক প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৪]
ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ. শহীদুল্লাহ কায়সার ঘ. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উ: ক

৭৬. 'নীললোহিত' কার ছদ্মনাম? [সহকারী কমান্ড্যান্ট-০০]
ক. সমরেশ বসু খ. প্রমথ চৌধুরী গ. রাজশেখর বসু ঘ. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উ: খ

৭৭. 'বীরবলের হালখাতা' গ্রন্থটি কোন ধরনের রচনা? [২৪তম বিসিএস, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার-১৬]
ক. কাব্য খ. নাটক গ. উপন্যাস ঘ. প্রবন্ধ উ: ঘ

৭৮. 'সনেট পঞ্চাশৎ' কার রচনা?
ক. জীবনানন্দ দাশ খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. আল মাহমুদ ঘ. প্রমথ চৌধুরী উ: ঘ

৭৯. 'সবুজপত্র' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন? [সিনিয়র স্টাফ নার্স-১৭, সমবায় সংগঠক (সমাজসেবা অধিদপ্তর)-০৫]
ক. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ. প্রমথ চৌধুরী গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় উ: খ

৮০. বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তক কে? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ইন্সট্রাক্টর-১৮, বিআরডিবির উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-১০]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উ: গ

৮১. বাংলা গদ্য রীতির প্রবর্তক- [জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এস্টিমেটর-১৮]
ক. প্যারিচাঁদ মিত্র খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উ: গ

৮২. 'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত'-উক্তিটি কার? [১৫তম বিসিএস, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১৭, অফিসার কারখানা তত্ত্বাবধায়ক (বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়)-১১]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. লুৎফর রহমান ঘ. প্রমথ চৌধুরী উ: ঘ

৮৩. 'জীবনে জ্যাঠামি ও সাহিত্য ন্যাকামি' সহ্য করতে পারতেন না- [২৭তম বিসিএস]
ক. বঙ্কিমচন্দ্র খ. সৈয়দ মুজতবা আলী গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. প্রমথনাথ বিশী উ: গ

৮৪. 'তেল নুন লাকড়ি' কার রচিত গ্রন্থ? [৩৫তম বিসিএস]
ক. প্রবোধ চন্দ্র সেন খ. প্রমথ চৌধুরী গ. প্রমথনাথ বিশি ঘ. প্রদ্যুম্ন মিত্র উ: খ

৮৫. 'বীরবল' ছদ্মনামে কে লিখতেন? [৩২তম বিসিএস, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (আইন, বিচার, সংসদ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-১২]
ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উ: গ

৮৬. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত গ্রন্থ কোনটি? [৩৯তম বিসিএস, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১৮]
ক. পদ্মাবতী খ. পদ্মগোখরা গ. পদ্মরাগ ঘ. পদ্মমণি উ: গ

৮৭. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'মতিচূর' কোন ধরনের রচনা? [৩৮তম বিসিএস]
ক. প্রবন্ধ খ. উপন্যাস গ. নাটক ঘ. আত্মজীবনী উ: ক

৮৮. 'মতিচূর' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [সহকারী কমান্ড্যান্ট (বাংলাদেশ রেলওয়ে)-০৭]
ক. মীর মশাররফ হোসেন খ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন গ. এয়াকুব আলী চৌধুরী ঘ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী উ: খ

৮৯. 'পদ্মরাগ' উপন্যাসটির রচয়িতা কে? [মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাঠ সহকারী-১৯, সহকারী শিক্ষক-১৭]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. কামিনী রায় গ. মীর মশাররফ হোসেন ঘ. বেগম রোকেয়া উ: ঘ

৯০. 'সুলতানার স্বপ্ন' কার রচনা? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইফার কর্মকর্তা-১৭, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা-১৪, জেলা নির্বাচন অফিসার-০৪]
ক. বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ খ. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন গ. বেগম সুফিয়া কামাল ঘ. রাজিয়া খান উ: খ

৯১. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'সুলতানার স্বপ্ন' কোন ধরনের গ্রন্থ? [বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের বিভিন্ন পদ-১৮, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা-১৫, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও সহকারী-১১]
ক. কাব্য খ. নাটক গ. উপন্যাস ঘ. প্রবন্ধ উ: ঘ

৯২. 'বাংলার নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া'-জন্ম কোন জেলায়? [প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক-১৭]
ক. রংপুর খ. বগুড়া গ. দিনাজপুর ঘ. রাজশাহী উ: ক

৯৩. মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত কে? [সহকারী পরিচালক (বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর)-১১]
ক. বেগম সুফিয়া কামাল খ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন গ. জাহানারা ইমাম ঘ. রিজিয়া রহমান উ: খ

৯৪. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক- [৩৫তম বিসিএস, উপসহকারী প্রকৌশলী (এলজিইডি)-১৫]
ক. কৃষ্ণকুমারী খ. শর্মিষ্ঠা গ. ভদ্রার্জুন ঘ. দি ডিসগাইস উ: ক

৯৫. বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম ব্যবহৃত হয়- [সহকারী পরিচালক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-১৩]
ক. মধুসূদন দত্তের 'পদ্মাবতী' নাটকে খ. 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যে গ. ব্রজাঙ্গনা কাব্যে ঘ. বীরাঙ্গনা কাব্যে উ: ক

৯৬. 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির রচয়িতা কে? [প্রশাসনিক কর্মকর্তা (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-০৪, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-৯৯]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উ: গ

৯৭. 'একেই কি বলে সভ্যতা' বিষয়ের দিক হতে একটি- [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৫, সহকারী পরিচালক (শ্রম অধিদপ্তর)-০৩]
ক. প্রহসন খ. গীতিনাট্য গ. পদ্যগ্রন্থ ঘ. উপন্যাস উ: ক

৯৮. 'কৃষ্ণকুমারী' কী ধরনের গ্রন্থ? [পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণার্থী-১০]
ক. প্রহসন খ. নাটক গ. কাব্যগ্রন্থ ঘ. উপন্যাস উ: খ

৯৯. 'হায়রে কোথায় সে বিদ্যা, যে বিদ্যা বলে দূরে থাকি পার্থরথী তোমার চরণে।'- উদ্ধৃত চরণ দুটির কবি কে? [যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে সহ. পরি.-৯৪]
ক. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় খ. কায়কোবাদ গ. ফররুখ আহমদ ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত উ: ঘ

১০০. জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে জীবন-নদে।- কোন কবির উক্তি? [পূবালী ব্যাংক সিনিয়র অফিসার-১৩]
ক. নবীনচন্দ্র সেন খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত গ. কায়কোবাদ ঘ. বিহারীল চক্রবর্তী উ: খ

১০১. Blank Verse অর্থ- [উপসহকারী প্রকৌশলী, সিভিল (গণপূর্ত অধিদপ্তর)-১১, সমাজসেবা অফিসার (সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়)-১০]
ক. অনুপ্রাস খ. অমিত্রাক্ষর গ. পয়ার ঘ. মহাকাব্য উ: খ

১০২. সনেটের শেষ অংশকে কী বলে? [সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার-১৫]
ক. ষট্‌ক খ. অষ্টক গ. শেষ সপ্তম ঘ. ষষ্ঠী উ: ক

১০৩. 'দি ক্যাপটিভ লেডি' গ্রন্থটি লিখেছেন- পরিবার পরিকল্পনা সহকারী-১১, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (ডাক ও টেলি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়)-০৩]
ক. উইলিয়াম কেরী খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. প্রেমেন্দ্র মিত্র উ: খ

১০৪. মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটি কোন ধরনের? [স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-১৭]
ক. গীতিধর্মী খ. আখ্যানমূলক গ. চতুর্দশপদী ঘ. অমিত্রাক্ষার উ: গ

১০৫. মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' একটি- [সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা-১২]
ক. পত্রকাব্য খ. কাহিনীকাব্য গ. মহাকাব্য ঘ. কণ্ড কবিতার সংকলন উ: খ

১০৬. 'কেলিনু শৈবালে ভুলি কমল-কানন' এখানে 'কমল-কানন' শব্দের ব্যাঞ্জনার্থ- [থানা শিক্ষা কর্মকর্তা-১০]
ক. পদ্মবন খ. বাংলা ভাষা গ. বিদেশী ভাষা ঘ. ফুলের বাগান উ: খ

১০৭. 'ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি, এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি'- এ পঙক্তিদ্বয় কোন কবিতার অন্তর্গত? [উপজেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা-০৭]
ক. বলাকা খ. দারিদ্র্য গ. বঙ্গভাষা ঘ. ক্রন্দসী উ: গ

১০৮. মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবর্তিত নতুন ছন্দের নাম- [সহকারী কমান্ড্যান্ট (বাংলাদেশ রেলওয়ে)-০৭]
ক. পয়ার খ. অক্ষয়বৃত্ত গ. মিত্রাক্ষর ঘ. অমিত্রাক্ষর উ: ঘ

১০৯. মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্য কোন ধরনের কাব্য? [৩১তম ও ১২তম বিসিএস, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অফিসার-১৪]
ক. মহাকাব্য খ. পত্রকাব্য গ. গীতিকাব্য ঘ. আখ্যানকাব্য উ: খ

১১০. বাংলা সনেটের প্রবর্তক কে? [২৫তম বিসিএস, এনএসআই এর ফিল্ড অফিসার-১৭, প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক-১২]
ক. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত খ. অমিয় চক্রবর্তী গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. মধুসূদন দত্ত উ: ঘ

১১১. বাংলা ভাষার সার্থক মহাকাব্য কোনটি? [পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অধীন পরিসংখ্যান কর্মকর্থা-১৭, বাংলাদেশ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের টেকনিশিয়ান-১৭, সহকারী পরিচালক (পাসপোর্ট অধিদপ্তর)-১১]
ক. মেঘনাদবধ খ. বৃত্রসংহার গ. কুরুক্ষেত্র ঘ. মহাশ্মশান উ: ক

১১২. মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' ইংরেজিতে প্রথম অনুবাদ করেন কে? [রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী-১৭]
ক. দীনবন্ধু মিত্র খ. রাজনারায়ণ বসু গ. সজনীকান্ত দাস ঘ. ডি. এল. রায় উ: খ

১১৩. অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মহাকাব্য 'মেঘনাদ বধ' এর রচয়িতা কে? [উপসহকারী প্রকৌশলী (এলজিইডি)-১৫, সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার-১৫]
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. কায়কোবাদ গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. নজরুল ইসলাম উ: ক

১১৪. আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?- 'ভিখারী রাঘব' কে? [সমাজসেবা অফিসার (সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়)-১০]
ক. রাবণ খ. মেঘনাদ গ. রাম ঘ. বিভীষণ উ: গ

১১৫. 'এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে।'-অরিন্দম কে? [CGDF (Jr. Auditor)-14]
ক. দূত খ. শত্রু গ. বিভীষণ ঘ. ইন্দ্রজিত উ: ঘ

১১৬. মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' প্রকৃপক্ষে কোন রসের কাব্য? [থানা শিক্ষা অফিসার-৯৯]
ক. করুণ রস খ. দাস্য রস গ. শান্ত রাস ঘ. বীর রস উ: ঘ

১১৭. মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রধান অবদান কোনটি? [উপপরিচালক (কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো)-০৭]
ক. মহাকাব্য রচনা খ. দেশপ্রেম বিষয়ক রচনা গ. সনেট এর প্রবর্তন ঘ. প্রহসন রচয়িতা উ: ক

১১৮. মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের কাহিনীর উৎস কী? [তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে সহকারী প্রোগ্রামার-১৭, প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৩
ক. রামায়ণ খ. মহাভারত গ. ভাগবত ঘ. হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী উ: ক

১১৯. মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাগি যশোর জেলার কোন উপজেলায়?
ক. মণিরামপুর খ. চৌগাছা গ. কেশবপুর ঘ. অভয়নগর উ: গ

১২০. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি- [সহকারী পরিচালক (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়)-১৫, থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার-০৫]
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. ফররুখ আহমদ উ: ক

১২১. মধুসূদন খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হন- [উপসহকারী পরিচালক (সমাজসেবা অধিদপ্তর)-০৫]
ক. ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ খ. ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দ গ. ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ ঘ. ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দ উ: গ

১২৩. 'মহাশ্মশান' মহাকাব্যের কবি কে? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ইন্সট্রাক্টর-১৮, রেজিস্টার্ড প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১১]
ক. ফররুখ আহমদ খ. মীর মশাররফ হোসেন গ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী ঘ. কায়কোবাদ উ: ঘ

১২৪. কায়কোবাদের মূল নাম কী? [সিএজি জুনিয়র অডিটর-১৪]
ক. মীর্জা কায়কোবাদ খ. কাজেম আল কোরায়শী গ. শাহ কাজেম বিন হাই ঘ. কায়কোবাদ বিন হাই উ: খ

১২৫. কবি কায়কোবাদের মহাকাব্য কোনটি? [ডাক অধিদপ্তরের বিল্ডিং ওভারশিয়ার-১৮, সহকারী প্রকৌশলী (এলজিইডি)-০৫]
ক. অশ্রুমালা খ. বিরহ বিলাপ গ. মহাশ্মশান ঘ. শিবমন্দির উ: গ

১২৬. কবি কায়কোবাদ রচিত 'মহাশশ্মান' কাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমি ছিল- [৩৭তম বিসিএস]
ক. পলাশীর যুদ্ধ খ. তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ গ. ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ঘ. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর উ: খ

১২৭. 'অশ্রুমালা'র কবি কে? [আবাসন পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক-০৬]
ক. মীর মশাররফ হোসেন খ. কায়কোবাদ গ. মোজাম্মেল হক ঘ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী উ: খ

১২৮. 'রাজসিংহ' উপন্যাস কার রচনা? [পরিদর্শক (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড)-১০]
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম উ: খ

১২৯. 'ইন্দিরা' গ্রন্থটি কার রচনা? [সহকারী পরিচালক (পাসপোর্ট অ্যান্ড ইমিগ্রেশন)-০৭]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. প্যারিচাঁদ মিত্র উ: গ

১৩০. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস কোনটি? [পিটিআই ইন্সট্রাক্টর-১৯, বিআরডিবি উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-১৩, অর্থমন্ত্রণালয়ে অডিটর-১১]
ক. বিষাদ সিন্ধু খ. মেঘনাদবধ কাব্য গ. বিষবৃক্ষ ঘ. দুর্গেশনন্দিনী উ: ঘ

১৩১. জমীদার দর্পণ নাটকের নাট্যকার কে? [বিজেএস-০৭, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১০, কারা তত্ত্বাবধায়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-১০]
ক. দীনবন্ধু মিত্র খ. তারাচরণ সিকদার গ. মীর মশাররফ হোসেন ঘ. অমৃতলার বাড়ুজ্যে উ: গ

১৩২. বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য মুসলমান ঔপন্যাসিক কে? [২৮তম বিসিএস, প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মচারী-১৩]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী গ. ফররুখ আহমদ ঘ. মীর মশাররফ হোসেন উ: ঘ

১৩৩. 'গাজী মিয়ার বস্তানী' কে রচনা করেন? [প্রশাসনিক কর্মকর্তা (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-০৪]
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. মীর মশাররফ হোসেন গ. ড. লুৎফর রহমান ঘ. রশীদ করিম উ: খ

১৩৪. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম নাট্যকার- [উপপরিচালক (কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো)-০৭]
ক. মীর মশাররফ হোসেন খ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ গ. মুন্সী প্রেমচাঁদ ঘ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী উ: খ

১৩৫. মীর মশাররফ হোসেনের 'মোসলেম বীরত্ব' কোন ধরনের গ্রন্থ? [সহকারী পরিচালক (তথ্য মন্ত্রণালয়)-০৩]
ক. উপন্যাস খ. কাব্যগ্রন্থ গ. প্রবন্ধ ঘ. নাটক উ: খ

১৩৬. মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম গ্রন্থ কোনটি? [সহকারী পরিচালক (জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো)-১২]
ক. জমিদার দর্পণ খ. বসন্তকুমারী গ. রত্নবতী ঘ. বিষাদ সিন্ধু উ: গ

১৩৭. সতীদাহ প্রথা রহিতকরণে কোন সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য? [সঞ্চয় পরিদপ্তর সহকারী পরিচালক-০৯ ও ০৭]
ক. গোপালকৃষ্ণ গোখেল খ. রাজা রামমোহন রায় গ. সরোজিনী নাইডু ঘ. দাদাভাই নওরোজী উ: খ

১৩৮. 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্ত সার' কার রচনা? [৩৯তম বিসিএস]
ক. গোলকনাথ শর্মা খ. রামরাম বসু গ. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ঘ. রাজা রামমোহন রায় উ: ঘ

১৩৯. রাজা রামমোহন রায় রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম কী? [২৭তম বিসিএস, উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা-১০]
ক. আধুনিক ব্যাকরণ খ. সংস্কৃত বাংলা ব্যাকরণ গ. গৌড়ীয় ব্যাকরণ ঘ. The Bengali Grammar উ: গ

১৪০. বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন কে? [১৪তম প্রভাষক নিবন্ধন-১৭, উপপরিচালক (কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো)-০৭]
ক. রামমোহন রায় খ. ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড গ. উইলিয়াম কেরী ঘ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উ: ক

১৪১. সতীদাহ প্রথা প্রসঙ্গে রামমোহন রায় রচিত পুস্তক- [খাদ্য অধিদপ্তর পরিদর্শক-০০]
ক. দোলনচাঁপা খ. পথের পাঁচালী গ. প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ ঘ. পথে হানা দেয়া উ: গ

১৪২. গৌড়ীয় ব্যাকরণের রচয়িতা- [সরকারি মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক-১৯]
ক. রাজা রামমোহন রায় খ. রামরাম বসু গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. রামনারায়ণ তর্করত্ন উ: ক

১৪৩. কে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক ছিলেন? [৩৮তম বিসিএস, ডাক অধিদপ্তরের এস্টিমেটর-১৮]
ক. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ. রামরাম বসু গ. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. অক্ষয়কুমার দত্ত উ: খ

১৪৪. 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থটির প্রণেতা- [৩৬তম বিসিএস]
ক. উইলিয়াম কেরি খ. গোলকনাথ শর্মা গ. রামরাম বসু ঘ. হরপ্রসাদ রায় উ: গ

১৪৫. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ/প্রথম প্রধান কে ছিলেন? [৩৪তম বিসিএস, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার-০৮]
ক. জেসি মার্শম্যান খ. মি. উইলিয়াম গ. উইলিয়াম কেরি ঘ. রামরাম বসু উ: গ

১৪৬. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয়- [২৬তম বিসিএস, উপসহকারী প্রকৌশলী, সিভিল (গণপূর্ত অধিদপ্তর)-১১]
ক. ১৮০০ সালে খ. ১৮০১ সালে গ. ১৮০২ সালে ঘ. ১৮০৪ সালে উ: খ

১৪৭. 'বত্রিশ সিংহাসন'-এর রচয়িতা কে? [২৬তম বিসিএস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইফার কর্মকর্তা-১৭]
ক. উইলিয়াম কেরি খ. গোলকনাথ শর্মা গ. রামরাম বসু ঘ. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার উ: ঘ

১৪৮. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কত সালের কোন তারিখে স্থাপিত হয়? [সহকারী কমান্ড্যান্ট-০০]
ক. ১৮১৬, ১০ মার্চ খ. ১৮০১, ৫ মে গ. ১৮০০, ৪ মে ঘ. ১৮২১, ৪ জুন উ: গ

১৪৯. কোন দু'জন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা গ্রন্থ প্রণয়নকারী পণ্ডিত? [উপজেলা মহিলা, শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা-০৭]
ক. উইলিয়াম কেরি ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামরাম বসু
গ. উইলিয়াম কেরি ও রামমোহন রায় ঘ. রামরাম বসু ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য উ: খ

১৫০. বাংলা গদ্যের বিকাশে কোন বিদেশির অবদান সর্বাধিক? [সার্কেল এডজুটেন্ট (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-১০]
ক. উইলিয়াম কেরি খ. লর্ড ওয়েলেসলি গ. মার্শম্যান ঘ. ডিরোজিও উ: ক

১৫১. 'কুন্দনন্দিনী' কোন উপন্যাসের চরিত্র?
ক. বিষবৃক্ষ খ. কৃষ্ণকান্তের উইল গ. তিতাস একটি নদীর নাম ঘ. শেষের কবিতা উ: ক

১৫২. জেবুন্নেসা কোন উপন্যাসের নায়িকা?
ক. কপালকুণ্ডলা খ. রাজসিংহ গ. মৃণালিনী ঘ. রজনী উ: খ

১৫৩. বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচারধর্মী ত্রয়ী উপন্যাস কোনগুলো?
ক. আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী, সীতারাম খ. বিষবৃক্ষ, কপালকুণ্ডলা, রাজসিংহ
গ. মৃণালিনী, দুর্গেশনন্দিনী, ইন্দিরা ঘ. বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, সীতারাম উ: ক

১৫৪. বাংলা আধুনিক উপন্যাস এর প্রবর্তক ছিলেন- [৪০তম বিসিএস]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. প্যারীচাঁদ মিত্র গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উ: ঘ

১৫৫. 'কিন্তু মানুষ্য কখনো পাষাণ হয় না'-উক্তিটি কোন উপন্যাসের? [৪০তম বিসিএস, রেল মন্ত্রণালয়ের অফিস সহায়ক-২১]
ক. রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' খ. শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি'
গ. শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' ঘ. বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উ: ঘ

১৫৬. 'প্রদীপ নিভিয়া গেল!'-এ বিখ্যা বর্ণনা কোন উপন্যাসের? [৩৭তম বিসিএস]
ক. বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' খ. রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' গ. বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' ঘ. রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উ: ক

১৫৭. 'কপালকুণ্ডলা' কোন প্রকৃতির রচনা? [৩৫তম বিসিএস]
ক. রোমান্সমূলক উপন্যাস খ. ঐতিহাসিক উপন্যাস গ. বিয়োগান্তক নাটক ঘ. সামাজিক উপন্যাস উ: ক

১৫৮. 'তুমি অধম, তাই বলে আমি উত্তম না হব কেন?' এই প্রবাদটির রচয়িতা কে? [৩২তম বিসিএস, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এর মাঠ সংগঠক-১৪, বিআরডিবি উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা-১৩]
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম উ: খ

১৫৯. 'আনন্দমঠ' উপন্যাস কার লেখা? [৩১তম বিসিএস, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অফিসার-১৪]
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. আনন্দ মোহন চক্রবর্তী উ: গ

১৬০. 'সাম্য' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [২৪তম বিসিএস, রেজিস্টার্ড প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১১]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান উ: গ

১৬১. রোহিণী-বিনোদিনী-কিরণময়ী কোন গ্রন্থগুচ্ছের চরিত্র? [২৩তম বিসিএস]
ক. বিষবৃক্ষ-চতুরঙ্গ-চরিত্রহীন খ. কৃষ্ণকান্তের উইল-যোগাযোগ-পথের দাবী
গ. দুর্গেশনন্দিনী-চোখের বালি-গৃহদাহ ঘ. কৃষ্ণকান্তের উইল-চোখের বালি-চরিত্রহীন উ: ঘ

১৬২. 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ!'-কথাটি কার? [১৬তম বিসিএস, ডাক অধিদপ্তরের পোস্টাল অপারেটর-১৬]
ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গ. কালী প্রসন্ন সিংহ ঘ. প্যারীচাঁদ মিত্র উ: ক

১৬৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্র কী কী? [১৩তম বিসিএস]
ক. নিখিলেস ও বিমলা খ. মধুসূদন ও কুমুদিনী গ. রোহিণী ও গোবিন্দলাল ঘ. সুরেশ ও অচলা উ: গ

১৬৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি? [ডাক অধিদপ্তরের এস্টিমেটর-১৮, বিটিভির সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-১৭]
ক. কপালকুণ্ডলা খ. মাধবীকঙ্কণ গ. পর্বতবাসিনী ঘ. রাজতপস্বিনী উ: ক

১৬৫. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিকের নাম কী? [কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার-১৮, জুটমিল কর্পোরেশনে অফিসার-১৭]
ক. প্রমথ চৌধুরী খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উ: গ

১৬৬. মীর মশাররফ হোসেনের রচিত গ্রন্থ কোনটি? [৩৯তম বিসিএস; বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১৮, BRTA মটরযান পরিদর্শক-১৭]
ক. আলালের ঘরের দুলাল খ. হুতোম প্যাঁচার নক্সা গ. কলিকাতা কমলালয় ঘ. গাজী মিয়ার বস্তানী উ: ঘ

১৬৭. 'মাতৃভাষায় যাহার ভক্তি নাই সে মানুষ নহে'-কার উক্তি? [৩৭তম বিসিএস]
ক. মীর মশাররফ হোসেনের খ. ইসমাইল হোসেন সিরাজীর গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘ. কাজী নজরুল ইসলামের উ: ক

১৬৮. 'বিষাদসিন্ধু' একটি- [৩৬তম বিসিএস, উপজেলা মহিলা ও শিশুবিষয়ক কর্মকর্তা-০৭]
ক. গবেষণা গ্রন্থ খ. ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ গ. ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাস ঘ. আত্মজীবনী উ: গ

১৬৯. মীর মশাররফ হোসেনের নাটক কোনটি? [২৮তম বিসিএস]
ক. নটির পূজা খ. বেহুলা গীতাভিনয় গ. নবীন তপস্বিনী ঘ. কৃষ্ণকুমারী উ: খ

১৭০. 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' কোন জাতীয় রচনা? [২৬তম বিসিএস]
ক. নাটক খ. কাব্য গ. আত্মজৈবনিক উপন্যাস ঘ. গীতি কবিতার সংকলন উ: গ

১৭১. বাঙালি রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থের নাম কী? [সহকারী অফিসার (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়)-০৫, পিএসসি কর্তৃক ১২টি পদে-০১]
ক. কথোপকথন খ. ইতিহাসমালা গ. রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র ঘ. হিতোপদেশ উ: গ

১৭২. 'ফোর্ট উইলিয়াম যুগে' সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন- [সমাজসেবা অফিসার (সমাজসেবা মন্ত্রণালয়)-১০]
ক. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গ. রামকিশোর তর্কচূড়ামণি ঘ. রামনারায়ণ তর্করত্ন উ: ক

১৭৩. কোনটি রামরাম বসুর লেখা? [রাজস্ব সহকারী কর্মকর্তা-১৫]
ক. লিপিমালা খ. হিতোপদেশ গ. বত্রিশ সিংহাসন ঘ. তোতা ইতিহাস উ: ক

১৭৪. ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন কে? [৪০তম বিসিএস]
ক. অক্ষয় কুমার রায় খ. এন্টনি ফিরঙ্গি গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ. কালীপ্রসন্ন সিংহ ঠাকুর উ: গ

১৭৫. 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর মুখপাত্ররূপে কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়? [৩৬তম বিসিএস, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন/ এইচআর)-১৭]
ক. বঙ্গদূত খ. জ্ঞানান্বেষণ গ. জ্ঞানাঙ্কুর ঘ. সংবাদ প্রভাকর উ: খ

১৭৬. ইয়ংবেঙ্গল কী? [২৮তম বিসিএস, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার-০৮]
ক. বাংলাভাষা শিক্ষার্থী ইংরেজ খ. ইংরেজি ভাবধারাপুষ্ট বাঙালি যুবক
গ. একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর নাম ঘ. একটি সাময়িক পত্রের নাম উ: খ

১৭৭. বাংলা অক্ষরের প্রথম নকশা তৈরি করে-
ক. রামমোহন রায় খ. লর্ড ওয়েলেসলি গ. উইলিয়াম কেরি ঘ. চার্লস উইলকিন্স উ: ঘ

১৭৮. শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক. ১৮০০ সালে খ. ১৮০১ সালে গ. ১৮০২ সালে ঘ. ১৮০৩ সালে উ: ক

১৭৯. উপমহাদেশে প্রথম ছাপাখানা কোন সালে স্থাপিত হয়?
ক. ১২৯৮ সালে খ. ১৩৯৮ সালে গ. ১৪৯৮ সালে ঘ. ১৫৯৮ সালে উ: গ

১৮০. বাংলাদেশে প্রথম কোথায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়? [উপসহকারী প্রকৌশলী, সিভিল-০১]
ক. ঢাকায় খ. রাজশাহীতে গ. রংপুরে ঘ. খুলনায় উ: গ

১৮১. বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িকপত্র কোনটি? [২৮তম বিসিএস, উপপরিচালক (কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষন ব্যুরো)-০৭]
ক. বেঙ্গল গেজেট খ. বঙ্গদর্শন গ. সমাচার দর্পণ ঘ. দিগদর্শন উ: ঘ

১৮২. বাংলা কথ্য ভাষার আদি গদ্যগ্রন্থ কোনটি? [২৯তম বিসিএস]
ক. প্রভু যীশুর বাণী খ. কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ গ. মিশনারী জীবন ঘ. ফুলমণি ও করুণার বিবরণ উ: খ

১৮৩. বাংলা গদ্যের কখন সূচনা হয়? [২৮তম বিসিএস, পরিসংখ্যান ব্যুরোর কম্পিউটার কর্মকর্তা-৯৫]
ক. নবম শতকে খ. ত্রয়োদশ শতকে গ. ষোড়শ শতকে ঘ. উনিশ শতকে উ: ঘ

১৮৪. কে সর্বপ্রথম টাইপসহকারে বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ করেন? [২৬তম বিসিএস]
ক. স্যার উইলিয়াম জোনস খ. স্যার উইলিয়াম কেরি গ. রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ঘ. ব্রাসি হ্যালহেড উ: ঘ

১৮৫. বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' এর রচয়িতা কে? [সহকারী পরিচালক (শ্রম অধিদপ্তর)-০৩]
ক. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার খ. দোম আন্তোনিও দো-রোজারিও গ. হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ঘ. হেনরী পিটস ফরস্টার উ: খ

১৮৬. 'অহি-নকুল' শব্দটি কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে? [পিটিআই ইন্সট্রাক্টর-১৯]
ক. উপসর্গ খ. প্রত্যয় গ. সমাস ঘ. সন্ধি উ: গ

১৮৭. যে যে পদে সমাস হয় তাদের প্রত্যেকটির নাম কী? [ঢাকা ওয়াসা উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-১৯, অডিটর (সিএজিডিএফ)-১৪]
ক. সমস্যমান পদ খ. ব্যাসবাক্য গ. সমাসবাক্য ঘ. সমস্ত পদ উ: ক

১৮৮. সমাস নিষ্পন্ন পদটির নাম কী? [১৬তম সহকারী শিক্ষক নিবন্ধন-১৯, সপ্তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন-১১]
ক. অব্যয় পদ খ. বিগ্রহ পদ গ. সমস্যমান পদ ঘ. সমস্ত পদ উ: ঘ

১৮৯. 'জলে-স্থলে' কী সমাস? [৩৭তম বিসিএস, সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম ক্যাটালগার-১৮]
ক. সমার্থক দ্বন্দ্ব খ. বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব গ. অলুক দ্বন্দ্ব ঘ. একশেষ দ্বন্দ্ব উ: গ

১৯০. বিপরীতার্থক শব্দযোগে দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ নয় কোনটি? [বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (ব্যক্তিগত সহকারী)-১৯]
ক. লাভ-লোকসান খ. আয়-ব্যয় গ. স্বর্গ-নরক ঘ. ছেলে-মেয়ে উ: গ

১৯১. 'কুশীলব' শব্দটি কোন সমাসের অন্তর্গত? [স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-১৭]
ক. বহুব্রীহি খ. কর্মধারয় গ. তৎপুরুষ ঘ. দ্বন্দ্ব উ: ঘ

১৯২. 'পিতামাতা' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? [গণপূর্ত অধিদপ্তর অফিস সহায়ক-১৭]
ক. তৎপুরুষ খ. কর্মধারয় গ. দ্বন্দ্ব ঘ. দ্বিগু উ: গ

১৯৩. 'দ্বন্দ্ব' বলতে কী বোঝায়? [প্রশাসনিক কর্মকর্তা (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-০৬]
ক. জোড়া খ. দুই গ. আগুনে পোড়া ঘ. সংগ্রাম উ: ক

১৯৪. নিচের কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ? [পিএটিসি কর্মকর্তা-১৯]
ক. বিলাত ফেরত খ. অহিন-নকুল গ. গায়ে হলুদ ঘ. কলে ছাঁটা উ: খ

১৯৫. 'চিকিৎসাশাস্ত্র' কোন সমাস? [৪৩তম বিসিএস]
ক. কর্মধারয় খ. বহুব্রীহি গ. অব্যয়ীভাব ঘ. তৎপুরুষ উ: ক

১৯৬. 'জজ সাহেব' কোন সমাসের উদাহরণ? [৩৫তম বিসিএস, খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সহকারী সচিব/ সহকারী পরিচালক-১৯, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৯, SESIP সহকারী পরিচালক-১৯, পায়রা বন্দির কর্তৃপক্ষের সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর-১৮, সহকারী সচিব/ সহকারী পরিচালক বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-১৭]
ক. দ্বিগু খ. কর্মধারয় গ. দ্বন্দ্ব ঘ. বহুব্রীহি উ: খ

১৯৭. 'জ্যোৎস্নারাত' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? [৩০তম বিসিএস, সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তা-১৫]
ক. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় খ. ষষ্ঠী তৎপুরুষ গ. পঞ্চমী তপুরুষ ঘ. উপমান কর্মধারয় উ: ক

১৯৮. প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয়- [২৭তম বিসিএস, প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৪, সপ্তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন-১১]
ক. উপমিত খ. উপমান গ. উপমেয় ঘ. রূপক উ: গ

১৯৯. 'চাঁদমুখ' এর ব্যাসবাক্য কোনটি? [২৫তম বিসিএস, এনএসআই এর ফিল্ড অফিসার-১৭, হিসাব সহকারী-১৩, উপসহকারী প্রকৌশলী, সিভিল (গণপূর্ত অধিদপ্তর)-১১]
ক. চাঁদের মত মুখ খ. মুখের ন্যায় চাঁদ গ. চাঁদ যে মুখ ঘ. চাঁদ রূপ মুখ উ: ক

২০০. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় এর দৃষ্টান্ত- [১৩তম বিসিএস, সহকারী অফিসার (কর্মসংস্থান ব্যাংক)-০১]
ক. ঘর থেকে ছাড়া = ঘর ছাড়া খ. অরুণের মত রাঙা = অরুণরাঙা গ. হাসিমাখা মুখ = হাসিমুখ ঘ. ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী উ: গ

২০১. নিচের কোনটি রূপক সমাসের উদাহরণ নয়? [উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও ড্রাফটম্যান/সিভিল-১৮, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৮, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার-১৭]
ক. মোহনিদ্রা খ. শোকানল গ. মোমবাতি ঘ. দিলদরিয়া উ: গ

২০২. 'জীবনতরী = জীবন রূপ তরী'- কোন সমাসের উদাহরণ? [বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বিভিন্ন পদ-১৮]
ক. উপমান কর্মধারয় খ. উপমিত কর্মধারয় গ. রূপক কর্মধারয় ঘ. তৃতীয়া তৎপুরুষ উ: গ

২০৩. 'নীলাম্বর' কোন সমাস? [মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেসের স্টোরম্যান-১৮, ১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-১৭]
ক. দ্বন্দ্ব খ. তৎপুরুষ গ. কর্মধারয় ঘ. অব্যয়ীভাব উ: গ

২০৪. 'আয়ের উপর কর = আয়কর' কোন সমাস? [অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর (মৎস্য অধিদপ্তর)-১১]
ক. দ্বন্দ্ব সমাস খ. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস গ. বহুব্রীহি সমাস ঘ. দ্বিগু সমাস উ: খ

২০৫. 'মহাকীর্তি' এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? [উপ-পরিদর্শক-১৩, ৬ষ্ঠ শিক্ষক নিবন্ধন-১০]
ক. মহতী যে কীর্তি খ. মহা যে কীর্তি গ. মহান যে কীর্তি ঘ. মহান কীর্তি যার উ: ক

২০৬. 'হারামণি' কোন সমাস? [রেজিস্টার্ড প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১১]
ক. তৎপুরুষ খ. কর্মধারয় গ. বহুব্রীহি ঘ. অব্যয়ীভাব উ: খ

২০৭. 'স্মৃতিসৌধ' কোন সমাস? [অফিসার ও কারখানা তত্ত্বাবধায়ক (বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়)-১১]
ক. উপমান কর্মধারয় খ. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় গ. উপমিত কর্মধারয় ঘ. রূপক কর্মধারয় উ: খ

২০৮. 'কাঁচামিঠা' এর ব্যাসবাক্য- [বিআরডিবি উপ-আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক-১৩, সপ্তম প্রভাষক নিবন্ধন-১১, সহ. ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) বিসিআইসি-১১]
ক. কাঁচা ও মিঠা খ. যা কাঁচা তাই মিঠা গ. কাঁচা হয়েও মিঠা ঘ. কাঁচা যে মিঠা উ: খ

২০৯. 'চাঁদমুখ' কোন সমাস? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৩, পরিদর্শক-১৩, জুনিয়র অডিটর (অর্থমন্ত্রণালয়)-১১]
ক. উপমান খ. উপমিত গ. রূপক ঘ. অব্যয়ীভাব উ: খ

২১০. সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয় তাকে বলা হয়- [অষ্টম প্রভাষক নিবন্ধন-১২]
ক. উপমান কর্মধারয় খ. উপমিত কর্মধারয় গ. রূপক কর্মধারয় ঘ. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় উ: খ

২১১. 'মহর্ষি' কোন সমাস? [রাজস্ব সরকারি কর্মকর্তা-১৫, প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৪, প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক-১২]
ক. দ্বন্দ্ব খ. কর্মধারয় গ. তৎপুরুষ ঘ. দ্বিগু উ: খ

২১২. 'মৌমাছি' কোন সমাস? [শিল্প মন্ত্রণালয়ের জুনিয়র টেকনিশিয়ান-১৭, ১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন-১৬, প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক-১২]
ক. তৎপুরুষ খ. অব্যয়ীভাব গ. কর্মধারয় ঘ. দ্বিগু উ: গ

২১৩. যে সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং সমস্ত পদের দ্বারা সমাহার বুঝায় তাকে বলে- [২৫তম বিসিএস]
ক. দ্বন্দ্ব সমাস খ. রূপক কর্মধারয় সমাস গ. বহুব্রীহি সমাস ঘ. দ্বিগু সমাস উ: ঘ

২১৪. 'শতাব্দী' এর ব্যাসবাক্য- [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১০]
ক. শতের অব্দী খ. শত অব্দ যার গ. শত অব্দের সমাহার ঘ. শত শত অব্দ উ: গ

২১৫. 'পঞ্চনদ' কোন সমাসের উদাহরণ? [গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের সহকরী পরিচালক-০৩]
ক. বহুব্রীহি খ. অব্যয়ীভাব গ. দ্বিগু ঘ. কর্মধারয় উ: গ

২১৬. 'সপ্তর্ষি' শব্দটি কোন সমাস? [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক-১২]
ক. দ্বিগু সমাস খ. বহুব্রীহি গ. তৎপুরুষ সমাস ঘ. দ্বন্দ্ব সমাস উ: ক

২১৭. 'পুষ্পসৌরভ' কোন সমাসের উদাহরণ? [৩৮তম বিসিএস, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহকারী প্রোগ্রামার-১৭]
ক. তৎপুরুষ খ. কর্মধারয় গ. অব্যয়ীভাব ঘ. বহুব্রীহি উ: ক

২১৮. 'হজ্জযাত্রা' কোন সমাসের উদাহরণ? [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক-১৮, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১০]
ক. তৃতীয়া তৎপুরুষ খ. চতুর্থী তৎপুরুষ গ. পঞ্চমী তৎপুরুষ ঘ. সপ্তমী তৎপুরুষ উ: খ

২১৯. 'বিয়েপাগল' শব্দটি কোন সমাস? [পোস্টমাস্টার জেনারেল (পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম)-১৬]
ক. অব্যয়ীভাব খ. প্রাদি গ. বহুব্রীহি ঘ. চতুর্থ তৎপুরুষ সমাস উ: ঘ

২২০. কোনটি উপপদ তৎপুরুষ সমাস? [সহকারী তথ্য অফিসার-১৩, সহকারী পরিচালক (পাসপোর্ট অ্যান্ড ইমিগ্রেশন)-০৭]
ক. বিষমাখা খ. খেচর গ. সজল ঘ. তেমাথা উ: খ

২২১. 'বিশ্বকবি' সমাস কী হবে? [রেজিস্টার্ড প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১১]
ক. বিশ্বরূপ কবি খ. যিনি বিশ্বের কবি গ. বিশ্ব ও কবি ঘ. বিশ্বের কবি উ: ঘ

২২২. 'ছায়াশীতল' কোন সমাস (ছায়াতে শীতল)? [রেজিস্টার্ড প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১১]
ক. তৎপুরুষ খ. বহুব্রীহি গ. কর্মধারয় ঘ. দ্বিগু উ: ক

২২৩. কৃদন্ত পদের সাথে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে কী বলে? [১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন-১৭]
ক. উপমান খ. উপমিত গ. কর্মধারয় ঘ. উপপদ তৎপুরুষ উ: ঘ

২২৪. যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় নি তাকে বলে- [প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক-১৩, ১২, ১০]
ক. নিত্য সমাস খ. প্রাদি সমাস গ. দ্বন্দ্ব সমাস ঘ. অলুক সমাস উ: ঘ

২২৫. 'প্রিয়ংবদা' শব্দটি কোন সমাস? [বিআরডিবি সহকারী পল্লী কর্মকর্তা-১২]
ক. বহুব্রীহি খ. উপপদ তৎপুরুষ গ. রূপক কর্মধারয় ঘ. ষষ্ঠী তৎপুরুষ উ: খ

২২৬. 'কলুর বলদ' কোন সমাস? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৩, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে সাইফার অফিসার-৯৯]
ক. অলুক তৎপুরুষ খ. উপপদ তৎপুরুষ গ. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ঘ. উপমিত কর্মধারয় উ: ক

২২৭. কোনটি অলুক তৎপুরুষ সমাস? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৩, দুদক পরিদর্শক-১০]
ক. কলে ছাঁটা খ. মাথায় ছাতা গ. গায়ে হলুদ ঘ. হাতে কলম উ: ক

২২৮. 'রাজপুত্র' কোন সমাসের উদাহরণ? [রেলওয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী-১৩]
ক. তৎপুরুষ খ. বহুব্রীহি গ. কর্মধারয় ঘ. দ্বন্দ্ব উ: ক

২২৯. 'পকেটমার' কোন সমাসের উদাহরণ? [৬ষ্ঠ শিক্ষক নিবন্ধন]
ক. পঞ্চমী তৎপুরুষ খ. উপপদ তৎপুরুষ গ. প্রাদি সমাস ঘ. বহুব্রীহি সমাস উ: খ

২৩০. 'নাতিশীতোষ্ণ' কোন সমাসের উদাহরণ? [NSI এর সহকারী পরিচালক-১৯]
ক. দ্বিতীয়া তৎপুরুষ খ. নঞ তৎপুরুষ গ. উপপদ তৎপুরুষ ঘ. অলুক তৎপুরুষ উ: খ

২৩১. 'হংসডিম্ব' এর সঠিক ব্যাসবাক্য- [বাংলাদেশ বেতার সহ-সম্পাদক-১৯]
ক. হাঁসের ডিম খ. হংসীর ডিম গ. হাঁস ও ডিম ঘ. হংস হতে যে ডিম উ: খ

২৩২. সমাসবদ্ধ শব্দ 'আনত' কোন সমাসের উদাহরণ? [৩১তম বিসিএস, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে অফিসার-১৪, পরিসংখ্যান সহ. অফিসার-১৪]
ক. বহুব্রীহি খ. কর্মধারয় গ. দ্বিগু ঘ. অব্যয়ীভাব উ: ঘ

২৩৩. 'শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃশঙ্খল' কোন সমাস? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৪]
ক. দ্বন্দ্ব খ. অব্যয়ীভাব গ. বহুব্রীহি ঘ. তৎপুরুষ উ: খ

২৩৪. 'উপকথা' শব্দটি কোন সমাস? [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক-১২]
ক. অব্যয়ীভাব খ. তৎপুরুষ গ. দ্বিগু ঘ. দ্বন্দ্ব উ: ক

২৩৫. 'উপশহর' শব্দটি কোন সমাস? [সহকারী পরিচালক (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর)-৯৪]
ক. দ্বন্দ্ব খ. দ্বিগু গ. অব্যয়ীভাব ঘ. কর্মধারয় উ: গ

২৩৬. 'কুলের সমীপে' এর সংক্ষেপ কী? [উচ্চমান সহকারী-১৩]
ক. অনুকূল খ. প্রতিকূল গ. উপকূল ঘ. সমকূল উ: গ

২৩৭. 'অনুতাপ' পদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? [সহকারী প্রকৌশলী (গণপূর্ত)-০৫]
ক. তাপের পশ্চাৎ খ. তাপের অণু গ. অণুতে যে তাপ ঘ. অনুরূপ তাপ উ: ক

২৩৮. পূর্বপদ প্রধান সমাস কোনটি? [বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-১৫]
ক. দ্বন্দ খ. অব্যয়ীভাব গ. তৎপুরুষ ঘ. বহুব্রীহি উ: খ

২৩৯. 'ব্রীহি' শব্দের অর্থ- [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক-১৯]
ক. বৃহৎ খ. ধান গ. সুশ্রী ঘ. হাতির ডাক উ: খ

২৪০. 'লাঠালাঠি' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ? [১৭তম ও ২৬তম বিসিএস, খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সহ. সচিব/সহ. পরিচালক-১৯, সহ. সচিব/সহকারী পরিচালক (বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড)-১৭, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিভিলিয়ান স্টাফ অফিসার এবং সহকারী পরিচালক-১৬]
ক. দ্বন্দ্ব খ. বহুব্রীহি গ. কর্মধারয় ঘ. তৎপুরুষ উ: খ

২৪১. 'সার্থক' কোন সমাস? [যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (ক্যাশিয়ার)-১৮]
ক. নঞ বহুব্রীহি খ. সমার্থক বহুব্রীহি গ. প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি ঘ. অলুক বহুব্রীহি উ:

২৪২. 'হাসাহাসি' কোন সমাস? [নার্সিং ও মিডওয়াইফ অধিদপ্তরের মিডওয়াইফ-১৭]
ক. দ্বিগু খ. তৎপুরুষ গ. কর্মধারয় ঘ. ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস উ: ঘ

২৪৩. অন্তরীপ সমস্তপদটি কোন বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত? [১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন-১৭]
ক. প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি খ. সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি গ. নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি ঘ. ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি উ: ঘ

২৪৪. বহুব্রীহি সমাস কয় প্রকার? [বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (ব্যক্তিগত সহকারী)-১৯, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৮]
ক. আট প্রকার খ. ছয় প্রকার গ. দশ প্রকার ঘ. তিন প্রকার উ: ক

২৪৫. 'কোলাকুলি' কোন সমাস? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-১৭]
ক. ব্যধিকরণ বহুব্রীহি খ. অলুক বহুব্রীহি গ. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি ঘ. ব্যতিহার বহুব্রীহি উ: ঘ

২৪৬. 'চতুষ্পদ' কোন সমাস? [বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষক-১৭]
ক. তৎপুরুষ সমাস খ. বহুব্রীহি সমাস গ. কর্মধারয় সমাস ঘ. দ্বিগু সমাস উ: খ

২৪৭. 'বহুব্রীহি' শব্দের অর্থ কী? [থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার-০৬]
ক. বহু জ্ঞান খ. বহু বুদ্ধি গ. বহু ধান ঘ. বহু সম্পদ উ: গ

২৪৮. 'গোঁফ খেজুরে' কোন সমাস? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিনটেনডেন্ট-১৯, পল্লী বিদ্যুৎ (সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার-সিভিল)-১৬ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে নলকূপ মেকানিক-১১]
ক. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি খ. ব্যাতিহার বহুব্রীহি গ. ব্যধিকরণ বহুব্রীহি ঘ. দ্বিগু সমাস উ: গ

২৪৯. যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই বিশেষ্য তাকে কোন সমাস বলে? [সহকারী সার্জন (রেলওয়ে হাসপাতাল)-০৫]
ক. অলুক বহুব্রীহি খ. সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি গ. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি ঘ. ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি উ: ঘ

২৫০. 'আশীবিষ' কোন সমাসের উদাহরণ? [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিভিল উপসহকারী প্রকৌশলী-১৬, অষ্টম শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন-১২]
ক. বহুব্রীহি সমাস খ. দ্বিগু সমাস গ. দ্বন্দ্ব সমাস ঘ. নিত্য সমাস উ: ক

২৫১. পূর্বপদ ও বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে কোন বহুব্রীহি সমাস হয়? [৬ষ্ঠ শিক্ষক নিবন্ধন-১০]
ক. সমানাধিকরণ খ. ব্যতিহার গ. প্রত্যয়ান্ত ঘ. ব্যধিকরণ উ: ক

২৫২. 'কানাকানি' কোন সমাস? [উপসহকারী প্রকৌশলী (এলজিইডি)-১৫, প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক-১২]
ক. তৎপুরুষ খ. বহুব্রীহি গ. অব্যয়ীভাব ঘ. দ্বন্দ্ব উ: খ

২৫৩. 'বীণাপাণি' কোন সমাসের উদাহরণ? [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক-১৯, ১৬তম সহকারী শিক্ষক নিবন্ধন-১৯]
ক. সমানাধিকরণ বহুব্রীহি খ. ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি গ. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি ঘ. অলুক বহুব্রীহি উ: খ

২৫৪. 'খোশমেজাজ' যে সমাসের উদাহরণ- [বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার-১৮]
ক. সাধারণ কর্মধারয় খ. সমানাধিকরণ বহুব্রীহি গ. ব্যধিকরণ বহুব্রীহি ঘ. উপপদ তৎপুরুষ উ: খ

২৫৫. 'গায়ে হলুদ' কোন সমাস? [উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা-১৯, অধীক্ষক-৯৮, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-৯৮]
ক. অলুক দ্বন্দ্ব খ. অলুক তৎপুরুষ গ. অন্ত্যপদলোপী বহুব্রীহি ঘ. ব্যতিহার বহুব্রীহি উ: গ

২৫৬. কোনটি নিত্য সমাসের উদাহরণ? [১৪তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন-১৭]
ক. অন্যগৃহ খ. মিলের অভাব গ. স্ত্রীর অভাব ঘ. প্রকৃষ্ট গতি উ: ক

২৫৭. নিচের কোনটি নিত্য সমাস? [বাংলাদেশ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের টেকনিশিয়ান-১৭, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-১৪]
ক. পঞ্চনদ খ. বেয়াদব গ. দেশান্তর ঘ. ভালোমন্দ উ: গ

২৫৮. কোন সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না? [একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী-১৭, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা-১৫]
ক. প্রাদি সমাস খ. নিত্য সমাস গ. দ্বন্দ্ব সমাস ঘ. অলুক সমাস উ: খ

২৫৯. পূর্বপদে উপসর্গ বসে যে সমাস হয়, তাকে বলে- [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৩]
ক. অলুক সমাস খ. রূপক সমাস গ. নিত্য সমাস ঘ. প্রাদি সমাস উ: ঘ

২৬০. 'অন্যগ্রাম' কোন সমাস? [বিআরডিবি সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-১৩]
ক. তৎপুরুষ খ. বহুব্রীহি গ. নিত্য ঘ. দ্বন্দ্ব উ: গ

২৬১. কোন যতি চিহ্ন বাক্যের মধ্যকার বিরতি-কাল নির্দেশ করে? [বিজেএস-১৪]
ক. হাইফেন খ. লোপ গ. সেমিকোলন ঘ. বন্ধনী উ: গ

২৬২. বাক্যে প্রশ্নবোধক (?) থাকলে কতক্ষণ সময় থামতে হয়? [পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর-১৮]
ক. এক সেকেন্ড খ. দুই সেকেন্ড গ. তিন সেকেন্ড ঘ. চার সেকেন্ড উ: ক

২৬৩. বাক্যে কোন বিরাম চিহ্নের ব্যবহারের থামার প্রয়োজন নেই? [NSI এর জুনিয়র ফিল্ড অফিসার-১৯, তিতাস গ্যাস ফিল্ড কো. লি. সহকারী অফিসার (জেনারেল)-১৮]
ক. কোলন খ. ড্যাস গ. অর্ধচ্ছেদ ঘ. বন্ধনী উ: ঘ

২৬৪. বাংলা ভাষায় যতি চিহ্নের প্রচলন করেন কে? [সরকারি মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক-১৯, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৮, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী-১৭, ১৩তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-১৬]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত উ: গ

২৬৫. একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যে লিখলে সেগুলোর মাঝখানে কোন চিহ্ন বসে? [সপ্তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন-১১]
ক. হাইফেন খ. সেমিকোলন গ. ড্যাশ ঘ. কমা উ: খ

২৬৬. সম্বোধন পদে কোন যতিচিহ্ন বসে? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৮, সপ্তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-১১]
ক. কমা খ. ড্যাস গ. সেমিকোলন ঘ. হাইফেন উ: ক

২৬৭. বাংলা ভাষায় যতি বা ছেদচিহ্ন মোট কয়টি? [NSI এর ফিল্ড অফিসার-১৯, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের উপজেলা সমন্বয়কারী-১৭, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-১৪, সপ্তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-১১]
ক. ৯টি খ. ১০টি গ. ১১টি ঘ. ১৪টি উ: ঘ

২৬৮. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যতিচিহ্নগুলো কতটি বাক্যের শেষে বসে? [বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কোম্পানির সহকারী ব্যবস্থাপক-১১]
ক. ১ খ. ২ গ. ৩ ঘ. ৪ উ: গ

২৬৯. নিচের কোনটিতে বিরাম চিহ্ন যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়নি? [বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-১৪, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এর মাঠ সংগঠক-১৪]
ক. ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭১ খ. ২৬ মার্চ, ১৯৯১ গ. ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ঘ. পয়লা বৈশাখ, চৌদ্দশো একুশ উ: গ

২৭০. যেখানে কমা অপেক্ষা অধিক বিরাম আবশ্যক সেখানে কোন চিহ্ন ব্যবহার হয়? [১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন-১৯, ১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন-১৭]
ক. কোলন খ. ড্যাস গ. সেমিকোলন ঘ. দাঁড়ি উ: গ

২৭১. বাক্যে কোন যতি চিহ্নটি থাকলে থামার প্রয়োজন নেই? [১৬তম বেসকারি প্রভাষক নিবন্ধন-১৯, ১৩তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-১৬]
ক. হাইফেন খ. কমা গ. সেমিকোলন ঘ. কোলন উ: ক

২৭২. সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখাবার জন্য কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়? [১৬তম সহ. শিক্ষক নিবন্ধন-১৯, প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১৯]
ক. কোলন খ. সেমিকোলন গ. কমা ঘ. হাইফেন উ: ঘ

২৭৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কোন চরিত্রটি পাওয়া যায়? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১৮]
ক. মৃণালিনী খ. শৈবলিনী গ. সূর্যমুখী ঘ. রাধারানী উ: গ